NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

দোলের ছুটি ও শুভেচ্ছা

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে আজ 'একদিন' পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। পরবর্তী প্রকাশন ৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে পত্রিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই অনেক শুভেচ্ছা।

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ শাহের সভা ঘিরে সরকারি সুবিধা বন্ধের অভিযোগ, নিশানা সুকান্তের

রাজারহাটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ২

কলকাতা ৩ মার্চ ২০২৬ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.03.2026, Vol.19, Issue No. 261, 8 Pages, Price 3.00

হানাদারির পরিধি বৃদ্ধি ইজরায়েলের, পালটা তেহরানের

তেহরান, ২ মার্চ: আমেরিকা এবং ইজরায়েলের বিমান হামলায় শনিবার নিহত হয়েছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। প্রাণ গিয়েছিল তাঁর মেয়ে, জামাই এবং নাতনিরও। সোমবার খামেনেইয়ের স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান।

ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম 'প্রেস টিভি' জানিয়েছে, আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ হানায় খামেনেইয়ের স্ত্রী মনসুরেখ খোজাস্তে বাঘেরজাদে-ও গুরুতর জখম হয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সোমবার তাঁরও মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সাত-সকালে একের পর ক্ষেপণাস্ত্র হানায় কেঁপে উঠেছিল ইরানের রাজধানী তেহরানের বিস্তীর্ণ এলাকা। আমেরিকা এবং ইজরায়েলের এই যৌথ হানার মূল প্রতিবেদন অনুসারে, সোমবার তেহরানের রেভোলিউশন স্কোয়্যারে ইরানের উপর মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বহু মানুষ। ওই জায়গা লক্ষ্য করেই হামলা চালায় ইজরায়েল। যদিও ওই প্রতিবেদনেই দাবি করা হয়েছে যে, তেহরানের কেন্দ্রস্থলে ইজরায়েলি হামলা প্রতিহত করেছে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম)।

উল্টোদিকে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। সোমবার এমনটাই দাবি করেছে তেহরান। শুধু তাই নয়, ইজরায়েলি বায়ু সেনার কমান্ডারের সদর দপ্তরেও হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে ইরান। তবে তেহরানের দাবি খারিজ করে দিয়েছে তেল আভিভ।

লক্ষ্য ছিলেন খামেনেই। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরই সরকারি ভাবে বিবৃতি দিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, 'প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা।' এর পর রবিবার ভোর নাগাদ সামনে আসে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পোস্ট। সেখানে ট্রাম্প লেখেন, 'ইতিহাসের নিকৃষ্টতম মানুষগুলোর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। খচেষ্টা করেও উনি আমাদের গোয়েন্দাদের নজরদারি এড়াতে পারেননি।'

এদিকে, ইরানের রাজধানী তেহরানে হামলার পরিধি বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, এই হামলার নিশানায় রয়েছে ইরান সরকারের কর্তা-ব্যক্তিরাই। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ইরান এবং তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয়। বাহারিনের রাজা হামাদ বিন ইসা আল খলিফা এবং সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশে ইরানের হামলার নিন্দা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

সোমবার রাতে একটি পোস্টে মোদী জানিয়েছেন, 'পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি নিয়ে সৌদি আরবের যুবরাজ এবং প্রধানমন্ত্রী, মহম্মদ বিন সলমানের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ভারত সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে লঙ্ঘন করা সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা জানায়। আমরা একমত যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা দ্রুত ফেরানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কঠিন সময়ে ভারতীয়দের সুরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি তাঁকে।'

ইরানের 'তাসনিম নিউজ'-এর

ভারতীয়দের দ্রুত ফেরাতে উদ্যোগী কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ: যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রস্তুত কেন্দ্র। জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। ইরান, ইজরায়েল এবং আমেরিকার সংঘাতে উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া। এ হেন পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আটকে থাকা ভারতীয়দের নিয়ে উদ্বিগ্ন নরেন্দ্র মোদী সরকার।

মার্কিন এবং ইজরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। গোটা পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে সামরিক উত্তেজনা। ওই অঞ্চলে বিমান পরিষেবা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিভিন্ন উড়ান সংস্থা। কিছু দেশে আকাশসীমাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে বহু ভারতীয় পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে আটকে পড়েছেন। তাঁদের কী ভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে, তা নিয়ে সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে।

সোমবার প্রহ্লাদ এক বিবৃতি জারি করে মোদী সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান। তাঁর দাবি, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যখনই ভারতীয়েরা কোনও বিপদের সম্মুখীন হন, তখনই তাঁদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

'তৃণমূলকে ভোট দিলে ভাইপোর শাসন'

শাহি প্রতিশ্রুতিতেই পরিবর্তনের নির্ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র আনুষ্ঠানিক সূচনা রবিবারই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সূচনাপর্বের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুঝিয়ে দিলেন, 'যাত্রা'র আসল সূচনা তিনিই করলেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির 'সঙ্কল্পপত্র' এখনও ঘোষিত হয়নি। কিন্তু সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলায় রায়দিঘির জনসভা থেকে শাহ যা প্রতিশ্রুতি দিলেন, তা নির্বাচনী ইস্তাহারের চেয়ে কম কিছু নয়। সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা, আট মাসের মধ্যে সমস্ত শূন্য সরকারি পদ পূরণ করা এবং যুবসমাজের জন্য চাকরি পাওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া, 'যাত্রা' উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে এমন একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন শাহ।

সোমবার হাওড়ার আমতা, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি, বীরভূমের হাসন এবং উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরেও 'পরিবর্তন যাত্রা'র উদ্বোধন হয়েছে। ইসলামপুরে উদ্বোধন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। আমতায় ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, সন্দেশখালিতে ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান এবং হাসনে ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশ।

রাজ্যের সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার প্রশ্ন করেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীরা মমতাদিদির ১৫ বছরের সরকারকে অনেক সাহায্য করেছেন। কিন্তু যাঁরা সাহায্য করলেন, তাঁদের জন্য মমতাদিদি কী করলেন?'

মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেককে আক্রমণের সুর আগের তুলনায় আরও চড়িয়েছেন শাহ। তাঁর কথায়, 'মমতাদিদি আমাদের পরিবর্তন যাত্রা সম্পর্কে বলছিলেন, এটা তো ক্ষমতা দখলের যাত্রা। আমি বলতে চাই, মমতাদিদি, পরিবর্তনের অর্থ আমাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব নয়। আমাদের কাছে পরিবর্তনের অর্থ হল অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি, সীমান্তকে সুরক্ষিত করা, মা-বোনেদের সুরক্ষিত করা, আইনের শাসন আনা।'

রাজ্যে মমতা যে সব মন্দির বানাচ্ছেন, তা-ও তোষণের রাজনীতি বলে শাহ মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, 'মন্দির যে উদ্দেশ্য নিয়েই বানান, আমি স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু মমতাদিদি, আপনার রাজ্যে বাবরি মসজিদ তৈরি হচ্ছে। কার দায়?'

শাহের কথায়, 'সারা দেশে সরকারি কর্মীরা সপ্তম বেতন কমিশন পেয়ে গিয়েছেন। এ বার অষ্টম বেতন কমিশন পেতে চলেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কর্মীরা এখনও ষষ্ঠ কমিশনের বেতন পাচ্ছেন।' এর পরেই তাঁর ঘোষণা, 'রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়ে দিন। ৪৫ দিনের মধ্যে আমরা সপ্তম বেতন কমিশনের বেতন দেব।'

সরকারি কর্মী হতে যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁদের জন্যও উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেছেন শাহ।

শাহি-প্রতিশ্রুতি

- ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন।
- চাকরিপ্রার্থীদের বয়সসীমায় পাঁচ বছরের ছাড়।
- আট মাসের মধ্যে সমস্ত শূন্য সরকারি পদ পূরণ।
- নারী-ক্ষমতায়নে ৫,৭০০ কোটির বিশেষ তহবিল।
- গুন্ডা-দুবৃত্তদের খুঁজে বার করে জেলে পাঠানো হবে।

'এক ভোটে হলেও ভবানীপুরে জিতব'

রঙের উৎসবের মঞ্চে ঐক্যের বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোল ও হোলির আবহে উৎসবের মঞ্চেই এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত দোল-হোলি উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রগুলি থেকে বেছে বেছে ভোটারদের নাম বাদ হয়েছে বলে দাবি করেছেন। একই ভবানীপুর কেন্দ্র নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ঘোষণা করেছে , 'এক ভোটে হলেও ভবানীপুরে জিতব।'

তাঁর অভিযোগ, বাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন দেড় কোটির মতো মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এটা অন্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বহু ক্ষেত্রে 'ডাউটফুল' বা সন্দেহজনক তকমা দিয়ে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এমনও উদাহরণ তুলে ধরেন, যেখানে পরিবারের এক সদস্যের নাম রয়েছে, অন্য সদস্যের নেই। বিয়ের পর ঠিকানা পরিবর্তনের মতো কারণ দেখিয়ে নাম বাদ যাওয়ার ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর প্রশ্ন, 'এটা কি ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার মানদণ্ড হতে পারে?'

তিনি অভিযোগ করেন, প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। আধার কার্ড থেকেও নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি

> সংগ্রাম করেই জীবন শুরু করেছি, সংগ্রাম করেই জীবন শেষ করব।
>
> -- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বলেন, 'সংবিধান সঙ্কটে, গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন।' এই পরিস্থিতির তীব্র নিন্দা করেন তিনি।

প্রশাসনিক আধিকারিকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিএলও, ইআরও, ডিইওরা দীর্ঘ দিন ধরে পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু বাইরে থেকে এসে কিছু পর্যবেক্ষক নাম কেটে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ তাঁর। কারও নাম না করে তিনি কটাক্ষ করেন, 'পাঁচতারা হোটেলে বসে রথযাত্রা করলে হবে না, মানুষের অধিকার কেড়ে নিলে তার জবাব মানুষ দেবে।'

ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেখানে মোট ভোটার প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার। আগে ৪৪ হাজার নাম বাদ গিয়েছিল, এ বারও হাজার হাজার নাম অনুপস্থিত বলে তাঁর দাবি। প্রশ্ন, 'ভোটার কোথায় গেল? কেন নাম নেই?' প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, 'এক ভোটে হলেও ভবানীপুরে জিতব। মানুষের বিশ্বাস আমার সঙ্গে আছে।'

তিনি জানান, দোল উৎসবের পর থেকেই ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে ধর্নায় বসবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সংগ্রাম করেই জীবন শুরু করেছি, সংগ্রাম করেই জীবন শেষ করব'।

বক্তৃতার শেষাংশে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা দেন তিনি। বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সওয়াল করে বলেন, 'আমরা মানুষকে ভাঙি না, মানুষকে এক করি।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা উদ্ধৃত করে মানবিক শক্তির জয়ের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সব ধর্ম, সব সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা সবাই একসঙ্গে থাকি, একসঙ্গে কাজ করি।' গান্ধিজি, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, নেতাজি, ভগত সিং, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের নাম স্মরণ করে দেশপ্রেম ও সম্প্রীতির বার্তা দেন তিনি।

আগামী সপ্তাহে বঙ্গে ফুল বেঞ্চ, মার্চের মাঝামাঝি ভোট ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কমিশন সূত্রে খবর, আগামী ৮ মার্চ রাতের মধ্যেই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ তিন কমিশনার ও কর্তারা কলকাতায় পৌঁছবেন। ৯ ও ১০ মার্চ টানা বৈঠক করবেন রাজ্যের নির্বাচনী কর্তা ও প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ও তাদের বৈঠক হতে পারে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে বৈঠক হবে রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে। পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করবে কমিশন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু আইনশৃঙ্খলা নয়, নির্বাচনী প্রস্তুতির সামগ্রিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে একাধিক দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করবে ফুল বেঞ্চ। পরিবহণ, স্বাস্থ্য, পূর্ত, বিদ্যুৎ এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকের সূচি রয়েছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মতো বড় রাজ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে কেবল কেন্দ্রীয় বাহিনীই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন প্রশাসনিক সমন্বয় ও পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি। অন্যদিকে, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে রাজ্যে নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত আটটি রাজনৈতিক দল রয়েছে।

প্রত্যেক দলকে কমিশনের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। দলগুলি তাঁদের অভিযোগ, প্রস্তাব এবং দাবি কমিশনের কাছে তুলে ধরতে পারবে।

কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত, এই দুই দিনের বৈঠকের পর দিল্লি ফিরে যাবেন কমিশনের সদস্যরা। সেখানে সমস্ত রিপোর্ট ও মতামত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দফা সংখ্যা ও সূচি নিয়ে। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়েই নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখল কমিশন

■ আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি কতদূর, তা পর্যালোচনায় আজ উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক করল নির্বাচন কমিশন। ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার, ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার, ডিরেক্টর জেনারেল, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ও সেক্রেটারি পদমর্যাদার আধিকারিকেরা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক, স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার, বিভিন্ন রেঞ্জের আইজি, ডিআইজি, জেলাশাসক (ডিইও), এসএসপি ও এসপিরাও যুক্ত ছিলেন আলোচনায়। সূত্রের খবর, নিরাপত্তা মোতায়েন, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অগ্রগতি, সংবেদনশীল কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ এবং আইনশৃঙ্খলা প্রস্তুতি, সব দিকই খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, 'নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিখুঁত রাখতে কোনও ফাঁক রাখা হবে না। প্রতিটি জেলার কাছ থেকে আপডেট নেওয়া হয়েছে।'

তালিকায় 'কারচুপি', বিস্ফোরক অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তাঁর দাবি, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫-এর খসড়া তালিকায় ছিল ৭,০৮,১৬,৬৩০ জনের নাম, সেখান থেকে ৫৮ লক্ষ বাদ যায়। চূড়ান্ত তালিকায় নতুন যুক্ত মাত্র ১,৮২,০৩৬। তাঁর প্রশ্ন, '১৯ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টা ৬ মিনিটে বুলেটিনে ফর্ম ৭ ছিল ৪১ হাজারের কিছু বেশি। শেষ পর্যন্ত তা ৫,৪৬,০৫৩ হল কীভাবে?'

তিনি জানান, ফর্ম ৬-এ ৬,৩৩,৭৬২ আবেদন জমা পড়লেও গৃহীত হয়েছে ১,৮২,০৩৬। পাঁচ লক্ষ নাম বাদ, চার লক্ষ আবেদন খারিজ, নয় লক্ষ ভোট নিয়ে কারচুপি হয়েছে। 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' ও 'আনম্যাপড' বিভাগ তৈরি করে প্রায় ৬০ লক্ষকে বিচারাধীন রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ। তাঁর কটাক্ষ, '১৪ লক্ষ মুলতুবি থেকে ৬০ লক্ষ হল কোন যুক্তিতে?'

বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন, রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অনেকের নাম বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে বলে জানান তিনি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সাংসদ শান্তনু ঠাকুর আগেই '১.২৫ কোটি নাম বাদ',এর লক্ষ্য স্থির করেছিলেন বলেও মন্তব্য।

মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহারসহ একাধিক জেলায় বিপুল সংখ্যক ভোটার বিচারাধীন, এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁর দাবি, 'এসআইআর নয়, এটি সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং।' জ্ঞানেশ কুমার-এর নাম করে বলেন, 'ইসিআই বিজেপির সহায়ক সংস্থায় পরিণত হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। শেষে বার্তা দেন, 'ভয় পাবেন না, ফর্ম ৬ পূরণ করুন। ৬০ লক্ষ বিচারাধীন থাকলে নির্বাচনের বৈধতাই প্রশ্নে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আদালতেও লড়ব, জনতার আদালতেও।'

বন্ধের ডাক 'মিনি ইরানে'

বেঙ্গালুরু, ২ মার্চ: খামেনেইকে হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল বিশ্বের একাধিক দেশ। বিক্ষোভ শুরু হয়েছে ভারতের বিভিন্ন স্থানেও। ইরানের সুপ্রিম লিডারের মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল কর্নাটকের 'মিনি ইরান'। সেখানে তিনি দিনের ঐচ্ছিক বা 'ভলেন্টারি' বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। কর্নাটকের চিক্কাবল্লাপুর জেলার এই আলিপুর গ্রাম 'মিনি ইরান' বলে

পরিচিত। শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামটির সঙ্গে ইরানের গভীর সাংস্কৃতিক যোগ রয়েছে। ১৯৮১ সালে ভারত সফরের সময় এই গ্রামেই পা রেখেছিলেন খামেনেই। স্থানীয় বাসিন্দা এবং গ্রামের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপচারিতাও করেছিলেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি জুলি খাতুন মন্ডল আমার কন্যা সুরাইয়া মন্ডল এর জন্ম সার্টিফিকেটে Julie Mondal আছে। ১৫-১-২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে Juli Khatun Mondal ও Julie Mondal উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি ছাকিলা মন্ডল তনুজা খাতুন আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম সাকিনা বিবি আছে ২০/০৯/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে ছাকিলা মন্ডল ও সাকিনা বিবি উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ২৮/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৩৭১ নং এফিডেভিড বলে Swagata Ghosh S/o. Late Subrata Ghosh, R/o. Barunanpara, Polba, Hooghly-712148, ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৯০ পোলবা বিধানসভা, অংশ নাম্বার ১৫০, ক্রমিক নাম্বার 508, Hooghly, Epic No. WB/27/190/447067) আমার পিতার সঠিক নাম Subrata Ghosh S/o. Bhadreswar Ghosh-এর পরিবর্তে Subodh Ghosh S/o. Bhadreswar Ghosh লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Subrata Ghosh S/o. Bhadreswar Ghosh & Subodh Ghosh S/o. Bhadreswar Ghosh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Nayimuddin ও Sk Nayimuddin S/o. Sekh Hasem Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৫৪৮ নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Jiaur Rahaman S/o. Lt. Sk Mujibor Rahman, R/o. Morhal, Musalmanpara, Rajbalhat, Jangipara, Hooghly-712408, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে, আধার কার্ডে ও মাধ্যমিক নথিপত্রে আমার পিতার সঠিক নাম Sk Mujibor Rahman-এর পরিবর্তে Mujibar Rahaman & Sk Mujibar Rahaman & Sk Mujibur Rahaman লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Sk Mujibor Rahman, Mujibar Rahaman, Sk Mujibar Rahaman & Sk Mujibur Rahaman একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Akmal Sk, পিতা-Abdul Mottaleb গত 27/02/2026, বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Akmal Sk এবং Md. Akmal Sk, পিতা-Abdul Mottaleb এবং Ah Mottaleb এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

আমি সমীর মন্ডল, পিতা রঞ্জন মন্ডল, গ্রাম সন্তোষপুর, পো ভালুকা, থানা-কোতয়ালী, জেলা নদিয়া-১৯৭৯ সালে ৬৮২১ নং দলিলে আমার নাম রয়েছে সমর মন্ডল, গত ২৬/০২/২০২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ৩১১৮ নং affidavit বলে সমীর মন্ডল ও সমর মন্ডল একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, দেভানন্দ ঝা, প্রয়াত লক্ষণ ঝা-এর পুত্র, ৩৭/৪/এইচ, ড. জি.এস. বোস রোড, তিলজলা, পিকনিক গার্ডেন, জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৩৯, পশ্চিমঙ্গে বসবাস করি, আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে দেবানন্দ ঝা নামে পরিচিত থাকব। যেমনটি কলকাতার প্রথম শ্রেণী বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর আদালতে ঘোষণা করা হয়েছে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখের হলফনামা নং ৭৫২৬-এর মাধ্যমে দেভানন্দ ঝা এবং দেবানন্দ ঝা এবং দেবা নন্দ ঝা একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

ক্রয় বিক্রয়

আমি শান্তনা ওরাং, স্বামী অমিত ওরাং, সাং কন্দখোলা, মাঠপাড়া, পোঃ কন্দখোলা, থানা-শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ৪৩ নং কন্দখোলা মৌজায় দাগ নং ৩৫. শ্রেণী আমন, পরিমাণ ০.১৭০০ একর জমি আমার চিকিৎসার জন্য সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় বা ৮৯১০২৭৯৭৪৩ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, শুভজিৎ সাহা, পিতা – শ্রী উত্তম সাহা, সাং – শ্রীনগর ৩নং মধ্যমগ্রাম, শিবতলা, পোঃ ও থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কোল – ৭০০১২৯, এর বাসিন্দা, বিগত ইং ২রা সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০৫৪২৪ নং দানপত্র দলিল আমার পিতামহ বাসুদেব সাহা, পিতা – মৃত মনোরঞ্জন সাহা এর নিকট হইতে ০১ কাঠা ২ ছটাক ৩৭.৫ বর্গফুট জমি প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত জমি বাসুদেব সাহা, পিতা – মৃত মনোরঞ্জন সাহা ৮ই আগষ্ট ২০০৮ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০৬৩৬৭ নং সাফ কোবালা দলিল, ৫ই মে ১৯৯০ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০১৪০ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার বিপুল চন্দ্র দত্ত, পিতা – মৃত কানাই লাল দত্ত এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। যাহার মৌজা হুমাইপুর, জে.এল.নং ৫২, R.S. দাগ ৮৮৩ ও L.R. দাগ ১৯৭৩, বর্তমান L.R. খতিয়ান ৩৬৮। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/3993 নং মিউটেশন কেস মূলে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

শুভজিৎ সাহা, মধ্যমগ্রাম

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, শাশ্বতী বর্ধন, স্বামী – শ্রী দিবাকর বর্ধন, সাং – বি-১৮৬ রানীপার্ক, সেকেন্ড লেন, পোঃ ও থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কোল – ৭০০১২৯, এর বাসিন্দা, বিগত ইং ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৯১৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল, ৯ই জুলাই ২০২৪ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০৩৪৭৬ নং ও ২৭শে জানুয়ারী ২০২৫ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৪৫২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী স্নেহাংশু পাল, পিতা – মৃত চিত্তরঞ্জন পাল এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি। যাহার মৌজা সিংহপাড়া, জে.এল.নং ৬৫, R.S. ও L.R. দাগ ৭৬৮, ৭৬৯, বর্তমান L.R. খতিয়ান ৫। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/3998 নং মিউটেশন কেস মূলে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

শাশ্বতী বর্ধন, মধ্যমগ্রাম

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে মূল প্রাক দলিল নং ৯৪৬৮ -১৯৯৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস জোল রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কিত অবস্থিত থানা পূর্বতন টালিগঞ্জ বর্তমানে চারু মার্কেট, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রেমিসেস নং ৭১/১এফ, প্রিন্স বক্তিয়ার শাহ রোড, পিন ৭০০০৩৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৮৯ অধীন, আমার মক্কেল (শ্রী প্রবীন কুমার জয়সওয়ার) এর হেফাজত থেকে স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চারু মার্কেট থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ২২৪৯ তারিখ ২৮.০২.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি উক্ত পেয়ে থাকলে বা কোনও তথ্য জানা থাকলে, দবি, স্বার্থ ইত্যাদি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রাকশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
১২, গভ প্লেস ইস্ট, চেম্বার ২ এবং ৩
কলকাতা - ৭০০০৬৯
ফোন নং : ০৩৩ ৪৮২২ ২৯২৯
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com
তারিখ : ০২.০৩.২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **মঙ্গলী সরেন** স্বামী সোমলাল সরেন ওরফে সোমলাল, সাকিম তেলিহাটি, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া-৭১১৪০৮ মহাশয়া তাহার তফশিলি উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা জেলা হাওড়া, থানা জগৎবল্লভপুর এর সামীল, ৩ নং জে. এল. ভুক্ত, তেলিহাটি মৌজায়, হাল এল.আর. ১৩২৬ নং খতিয়ানে, এল.আর. ১৮১ নং দাগে শালি জমি, ১৫ শতক সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত (ফোন নং-৮০০১৭২৪০০৪) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তার নামা

আমি শ্রী চন্দন কুমার পাল, পিতা- ৺গোপাল চন্দ্র পাল, বড়ো মিত্রবাগান, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, হুগলী নিবাসী আমমোক্তার গ্রহীতা আমি ইংরেজি ২১.০৮.২০২৪ তারিখের এ.ডি.এস.আর চন্দননগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ১ নং বহির ২৭৭৬ আমমোক্তার নামা দাগে আমার মাতা শ্রীমতি রীতা পাল-এর নিকট হইতে বিগত ২১.০৮.২০২৪ তারিখে আমমোক্তার রেজিস্ট্রি করিয়া লইয়াছি। মৌজা চন্দননগর, সিট নং ৪, জে. এল. নং ১, হাল খতিয়ান নং ১৪৩৭, হাল দাগ নং ২১৬, জমির পরিমাণ ০.০৩৬ সহ বাগান সম্পত্তি হইতেছে। হাল খতিয়ান ১৪৩৭, হাল দাগ ২১৮, জমির পরিমাণ ০.০২৭ সহ বাস্তু সম্পত্তি হইতেছে। এই আমমোক্তার নামার বিষয়ে যদি কারোর কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সিঙ্গুর এ্যাট খালিসানী (মানকুন্ডু) বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সত্বর যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী জীতল টুডু**, স্বামী বৈদ্যনাথ টুডু, পিতা গোপাল মুরমু, সাকিম ভাতুরিয়া পট্টি ভাগারপাড়া, পোলবা, হুগলী, মহাশয়া বিগত ইংরাজী ০৫/০৩/১৯৮৬ তারিখে ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1783/1986 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মদন চন্দ্র দাস ওরফে মদন মোহন দাস** পিতা ৺বাদল চন্দ্র দাস ওরফে বাদল চন্দ্র, সাকিম ভাতুরিয়া, পোলবা, হুগলী মহাশয়ের নিকট হইতে তাহার খরিদা তফশিলি উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি, যাহা জেলা হুগলী, থানা পোলবার সামিল, ৫৩ হাল ৬০ নং জে. এল. ভুক্ত, ভাতুরিয়া মৌজায়, আর.এস. ১৬০ এবং কৃঃ ৩০৭ নং খতিয়ানের, সাবেক ৪৬৭ তথা হাল ৫২৬ নং দাগে শালি জমি ৩২ শতক তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত (ফোন নং-৯৫৪৭২৬২১৩৩) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১** ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩রা মার্চ। ১৮ই ফাল্গুন ফাল্গুন। মঙ্গল বার। পূর্নিমা তিথি, সন্ধ্যায় ৪/৫৯ পর্যন্ত। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গলর ও, বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ মহা দোল পূর্ণিমা তিথি। পূর্ন গ্রাস চন্দ্র গ্রহণ। শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব। শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শাহের সভা ঘিরে সরকারি সুবিধা বন্ধের অভিযোগ, তৃণমূলকে নিশানা সুকান্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার সমাজমাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র 'পরিবর্তন যাত্রা' সভায় যোগ দিলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বাতিলের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

পোস্টে সুকান্ত লেখেন, একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের বার্তায় স্পষ্ট, যুব সাথী ও লদীর ভাণ্ডারের সুবিধা কেড়ে নেওয়ার নোংরা চক্রান্ত চলছে। তাঁর আরও অভিযোগ, স্থানীয় বুথ নেতৃত্বকে ভবিষ্যতের জন্য নাম চিহ্নিত করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটাই তৃণমূলের প্রতিহিংসার রাজনীতি। তিনি দাবি করেন, গ্রামাঞ্চলে ভয় দেখিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলছে এবং এই বঞ্চনার প্রমাণ মানুষ মনে রাখবে। তৃণমূলের তরফে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে সামাজিক প্রকল্প ও জনসভা ঘিরে চাপানউতোর আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

২ লক্ষের সীমা পেরোলেও ক্যাশলেস সুবিধা পাবেন পেনশনভোগীরা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রাজ্য সরকারি পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এতদিন ২ লক্ষ টাকা পর্যন্তই ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা মিলত। এবার সেই সীমা ছাড়িয়েও ক্যাশলেস সুবিধা বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হল নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে। সোমবার অর্থ দপ্তরের মেডিক্যাল সেল থেকে জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কর্মী ও পেনশনভোগীরা বেসরকারি তালিকাভুক্ত হাসপাতালে ইনডোর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সুবিধা পেতেন। কিন্তু জটিল ও সংকটজনক ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ অনেক সময়ই ওই সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে পেনশনভোগীদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়ছিল। সেই প্রেক্ষিতেই বিকল্প ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, পেনশনভোগী বা পরিবার পেনশনভোগী (অথবা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধি) যদি দেখেন যে চিকিৎসার খরচ ২ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারে, তা হলে নির্দিষ্ট ফর্ম 'সি-৭' পূরণ করে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের মাধ্যমে আবেদন জানাতে হবে। হাসপাতাল সর্বোচ্চ ১০ দিনের চিকিৎসা খরচের একটি আনুমানিক হিসাব তৈরি করে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট সহ অর্থ দপ্তরে জমা করতে হবে। সম্পূর্ণ কাগজপত্র পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত না হলে অনুমোদন স্বয়ংক্রিয় ভাবে মঞ্জুর হয়েছে বলে ধরা হবে এবং আনুমানিক খরচের ভিত্তিতে ক্যাশলেস সীমা বৃদ্ধি পাবে। একাধিক বারও এই বর্ধিত সুবিধার আবেদন করা যাবে, তবে প্রতিবার সর্বোচ্চ ১০ দিনের জন্য।

বিচারাধীন চিহ্নিত বিতর্কে ইআরও ও এইআরওদের উপর দায় চাপানো অনুচিত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকায় 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বা বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত নামগুলি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের আবহে মুখ খুলল ডব্লিউবিসিএস এগজিকিউটিভ আধিকারিকদের সংগঠন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সামাজিক মাধ্যমে করা এক পোস্টের প্রেক্ষিতে সংগঠনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ইআরও ও এইআরওদের ঘাড়ে দায় চাপানো সম্পূর্ণ অসত্য এবং তা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে।

ডব্লিউবিসিএসইওএ-র তরফে জানানো হয়েছে, ২ মার্চ তারিখে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত বার্তায় দাবি করা হয় যে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' হিসেবে চিহ্নিত নামগুলি সংশ্লিষ্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (এইআরও) কারণে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। সংগঠনের বক্তব্য, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তাঁদের দাবি, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইআরও ও এইআরওরা নিষ্ঠার সঙ্গে শুনানি গ্রহণ, নথি আপলোড এবং যুক্তিযুক্ত আদেশ জারি করার কাজ করে চলেছেন। দিনরাত পরিশ্রম করে তাঁরা নির্বাচনী প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত মাইক্রো অবজার্ভার ও রোল অবজার্ভাররা ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া বহু মামলায় আপত্তি জানিয়ে সেগুলি ফেরত পাঠিয়েছেন। কোনও নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য ছাড়াই এই ধরনের ফেরত পাঠানোর জেরেই বহু নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে বলে সংগঠনের দাবি।

ডব্লিউবিসিএসইওএ-র বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে ইআরও ও এইআরওদের উপর দায় চাপানো শুধু অবমাননাকরই নয়, তা তাঁদের মনোবলেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যাঁরা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ সংগঠন মেনে নিতে পারছে না বলেই জানানো হয়েছে। ভোটার তালিকা প্রকাশ ও সংশোধন ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে যখন উত্তাপ বাড়ছে, তখন প্রশাসনিক স্তরে এই পাল্টা বিবৃতি নতুন মাত্রা যোগ করল। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিয়েই এখন প্রশ্নোত্তরের পালা তুঙ্গে।

দৃষ্টিহীন পড়ুয়াদের ফুলের হোলি।

বাজি শিল্পে আধুনিকতার ছোঁয়া। মহেশতলায় শুরু হল দু'দিনের 'কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস' প্রশিক্ষণ। বুধবার মহেশতলার টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটানগর চত্বরে 'কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস' বা শীতল বাজির ওপর দু'দিন ব্যাপী এই অত্যাধুনিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। লক্ষ্মীনারায়ণ ইনোভেশন টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং মহেশতলা ফায়ারওয়ার্কস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হল। মূল উদ্যোক্তা শুকদেব নস্কর।

হাওড়ায় বিক্ষোভের মুখে বিএলও

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ৪৯৬ জনকে সমন ধরানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৩২৩ জনকে রাখা হয়েছে বিবেচনাধীন তালিকায়। এর প্রতিবাদে বিএলও-কে কুকথা বলা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা একাংশের বিরুদ্ধে। হাওড়ার বাগনান বিধানসভা কেন্দ্রের ২৪৬ নম্বর বুথে ঘটনাটি ঘটেছে। আনসার আলি নামে ওই বিএলও একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

অভিযোগ, সোমবার তাঁর স্কুলে গিয়েও বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিবেচনাধীন তালিকাভুক্ত ওই ভোটারদের অভিযোগ, বিএলও-র হাতে তাঁরা প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলেও তিনি তা ফেলে দিয়েছেন। যদিও আনসার এদিন স্কুলে আসেননি। তিনি বলেন, আমি সব কাগজ জমা দিই। তারপরেও এতজন ভোটার বিচারাধীন তালিকায় চলে যাওয়ায় আমার ঘাড়ে সব দোষ পড়েছে। বিষয়টি তিনি থানায় জানিয়েছেন।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটারদের নাম ডিলিট-সহ নানা হয়রানির কারণে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। ছবি: অদিতি সাহা

রাজারহাটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট: রাজারহাট মহম্মদপুরে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন বেরিয়ে আতঙ্ক ছড়াল। সোমবার বেলার দিকের ঘটনা। আগুন ছড়ানোর আগে অবশ্য স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলেন। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় বিদ্যালয়ে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালে মিড ডে মিলের রান্না চলাকালীন আচমকাই গ্যাস লিক করে সিলিন্ডার থেকে আগুন বেরোতে শুরু করে। আতঙ্কে ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সবাই দ্রুত বিদ্যালয় ভবন থেকে বেরিয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দারা চিৎকার শুনে ছুটে এসে তৎপরতার সঙ্গে জ্বলন্ত সিলিন্ডারটি বাইরে বের করে আনেন। পরে জল ও বালির সাহায্যে আগুন নেভানো হয়।

জলপাইগুড়িতে সাতসকালে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ির চার নম্বর ঘুমটি এলাকায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পুড়ে ছাই একটি দোকান। সোমবার সকালে এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, সকালে বন্ধ দোকানের ভেতর থেকে হঠাৎ কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। আশপাশের বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগে খবর দেন। খবর পেয়েই দমকলের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দোকানের মালিক জানিয়েছেন যে, আগুনে দোকানের সমস্ত মালপত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, এই দুর্ঘটনায় ১০ লক্ষ টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। পুলিশ এবং দমকল বিভাগ আগুন লাগার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

রাজগঞ্জে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ, শান্তি বজায়ে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের আমবাড়ি এলাকায় সোমবার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী রুট মার্চ করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ ভোটদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সোমবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা আমবাড়ির বিজনেস কলোনি, সুদামগঞ্জ, ভোটপাড়া এবং সাহেবপাড়া সহ বেশ কিছু সংবেদনশীল এলাকায় পদযাত্রা করে। এই সময় স্থানীয় থানার পুলিশও তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিল। রুট মার্চে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা অংশ নেন। জওয়ান এবং পুলিশ আধিকারিকরা এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে, নির্বাচনের সময় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশাসনিক সূত্র অনুসারে, নির্বাচনের তারিখ যত এগিয়ে আসবে, সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে নজরদারি ও টহলদারি আরও বাড়ানো হবে, যাতে ভোটাররা কোনও ভয় ছাড়াই তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনী আবহে নিরাপত্তা বাহিনীর এই সক্রিয়তা ভোটারদের মধ্যে আস্থা ফেরাতে এবং যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩ মার্চ ২০২৬, ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার

গণতন্ত্র রক্ষায় ‘রক্তপাতহীন’ ভোটের আর্জি জানিয়ে আদালতে জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ‘রক্তপাতহীন’ ভোটের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার আবেদন এক আইনজীবীর। আদালত সূত্রে খবর, এই আবেদন মঞ্জুর করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতে মামলাকারী আইনজীবী আদালতে অভিযোগ করেছেন, ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের উত্তপ্ত হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। অতীতের নির্বাচনী হিংসার প্রেক্ষাপটে অবাধ, সুষ্ঠু ও রক্তপাতহীন ভোট করাতে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ করুক আদালত। আর সেই দাবিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা এবং পুরো নির্বাচনের উপর নজরদারি চালাতে উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ মনিটরিং কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয় হাইকোর্টের কাছে। আইনজীবীর দায়ের করা মামলায়, বিগত কয়েকটি নির্বাচনে প্রাক-ভোট ও ভোট পরবর্তী হিংসা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলঙ্কিত করেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। প্রাণহানি, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, মহিলাদের উপর নির্যাতন এবং সাধারণ ভোটারদের ভয় দেখানোর মতো একাধিক ঘটনার উল্লেখ করেন তিনি। সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। যার জেরে বহু মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি অনেককে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল। এই গোটা ঘটনায় নারী নির্যাতন ও খুনের অভিযোগে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ সিবিআই তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে, প্রতিটি স্পর্শকাতর ও অতিস্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্রে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবি জানানো হয়েছে জনস্বার্থ মামলায়। আবেদন বলা হয়েছে, সমস্ত বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা ও বাধ্যতামূলক ভিডিওগ্রাফির নির্দেশ দিক আদালত। রাজনৈতিক হিংসা এবং লিঙ্গ, ধর্ম বা জাতিভিত্তিক হিংসা রোধে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হোক, এই আবেদন জানানো হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের ঘটনা আইনজ্ঞ ওবং রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের চোখে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি বার্তা দেয় যে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে আদালতের কাছে দাবি করা হয়েছে যাতে প্রতিটি ভোটার নিরাপদ পরিবেশে ভোট দিতে পারেন। এটি কেবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নয়, সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতিকেও রক্ষা করবে।

এদিকে ভারতের সংবিধান নাগরিকদের অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। নির্বাচন কমিশন এই অধিকার রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। তবে অতীতে যখন নির্বাচনী হিংসা ঘটেছে, তখন আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়েছে। ২০২১ সালের নির্বাচনের পর কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে আদালত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্তমান জনস্বার্থ মামলায় আদালতের কাছে দাবি করা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা, ভিডিওগ্রাফি, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং মনিটরিং কমিটি গঠনের মতো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য।

রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় এল, ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের সূচি এখনও ঘোষণা হয়নি, বিশেষ সংশোধিত ভোটার তালিকা বা এসআইআর প্রক্রিয়াও পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়নি। তার মধ্যেই রাজ্যে নিরাপত্তা বলয় শক্ত করতে সক্রিয় হল নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফায় ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠানোর পর এবার আরও ২৪০ কোম্পানি আসছে পশ্চিমবঙ্গে। ইতিমধ্যে একাধিক জেলায় শুরু হয়েছে টহল ও রুট মার্চ। এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকার প্রথম ধাপ প্রকাশের পর বহু ভোটারের নাম বাদ পড়া ও অনেকের নাম ‘বিচারাধীন’ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রান্তে অসন্তোষ দানা বাঁধছে। কমিশনের এক কর্তা জানান, ভোটের আগে নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সেই কারণেই আগাম মোতায়েন ও এলাকা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত। এদিকে রাজ্য পুলিশের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত, ন্যূনতম এএসআই পদমর্যাদার আধিকারিক ছাড়া সরাসরি নির্বাচনী দায়িত্ব দেওয়া যায় না। ফলে সিএপিএফ মোতায়েনই ভরসা।

বণ্টন অনুযায়ী, কলকাতায় মোট ৩০ কোম্পানি থাকবে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় ২০, পূর্ব মেদিনীপুরে ২৮। উত্তরবঙ্গে মালদা ১৮, কোচবিহার ১৫, জলপাইগুড়ি ১০, দার্জিলিং ১১, আলিপুরদুয়ার ৭। জঙ্গলমহলে পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ২০ করে, বাঁকুড়া ১৩, ঝাড়গ্রাম ১১। শিল্পাঞ্চল ও শহরতলিতে ব্যারাকপুর ১৯, বসিরহাট ১৭, বারাসাত ১১, হাওড়া কমিশনারেট ১০, হাওড়া গ্রামীণ ১১, কৃষ্ণনগর ১৩ এবং রানাঘাটে ৯ কোম্পানি মোতায়েন থাকবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী সরেজমিন পরিদর্শন করে অভিযোগ খতিয়ে দেখবে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেবে কমিশনকে। ভোটের আগেই তাই নিরাপত্তা ঘিরে কড়া বার্তা স্পষ্ট।

রথে চেপে রাজনীতি, বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপির ঘোষিত পরিবর্তন রথযাত্রাকে সোমবার তীব্র ব্যঙ্গ করলেন অভিষেক ব্যানার্জি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, এই কর্মসূচিকে তিনি জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক প্রদর্শনী হিসেবেই দেখছেন। অভিষেক বলেন, আষাঢ়ে-শ্রাবণে রথযাত্রার কথা শুনেছি। জুলাই-অগস্টে রথ বেরোতে দেখেছি। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা শুনেছি, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের রথের কথা শুনেছি। দেবদেবীর রথযাত্রার কথাও জানা। কিন্তু ফেব্রুয়ারি-মার্চে রথযাত্রা এই প্রথম দেখলাম। তাঁর কটাক্ষ, মানুষের প্রতিনিধি যদি রথে চেপে বসেন, মাটিতে পা না-রাখেন, দূর থেকে বাঁশি বাজিয়ে নির্দেশ দেন, তা হলে বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াবেন কীভাবে? বিরোধী শিবিরকে নিশানা করে তিনি আরও বলেন, যাঁরা আজ রথে চেপে রাজনীতি করছেন, তাঁদের হাতে ক্ষমতা থাকলে ১৭ তলা রথ বানাতেন। ২০০টা হলে কী করতেন, ভাবুন তো! রাজনৈতিক প্রদর্শনীর সঙ্গে খাদ্য বিক্রির তুলনা টেনে তাঁর মন্তব্য, কে চিকেন প্যাটিস বেচবে, কে ভেজ রোল বেচবে; এই রাজনীতিই এখন চলছে। তাঁর সাফ বার্তা, মাটির মানুষের সঙ্গে সংযোগ ছাড়া কোনও আন্দোলন সফল হয় না। বিজেপির এই কর্মসূচিকে তিনি জনসংযোগের বদলে প্রচার-কৌশল বলেই অভিহিত করেন।

অন্যদিকে, আম্বেদকর প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে আক্রমণ অভিষেকের। সোমবারের সভা থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন তিনি। এরপরেই তাঁর নিশানা যায় দিল্লির ক্ষমতার কেন্দ্রে। অভিষেকের বক্তব্য, আজ দেশ এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আম্বেদকরের নাম নেওয়া নাকি ফ্যাশন হয়ে গিয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন, কেউ যদি বারবার আম্বেদকর বলেন, তা হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের গায়ে লাগে; এটাই কি আজকের বাস্তব? সংবিধান প্রণেতার নাম উচ্চারণ নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রশ্ন তোলেন, যাঁর চিন্তাধারায় দেশের গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে, তাঁর নাম উচ্চারণে অস্বস্তি কেন? তাঁর কথায়, ইতিহাসকে ছোট করা যায় না, সংবিধানের স্থপতিকে খাটো করা যায় না। অভিষেকের সাফ মন্তব্য, ধর্মীয় প্রতীককে সামনে রেখে বিভাজনের রাজনীতি চলছে। কিন্তু মানুষ সব দেখছে। তাঁর দাবি, সংবিধান ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে আপস করা হবে না।

এবার এসএসসি মামলায় পার্থ-অর্পিতাকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার এসএসসি দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে তলব করতে চলেছে ইডি। দোলের পরই আগামী সপ্তাহে তাঁদের ইডি-দপ্তরে আসতে বলা হয়েছে বলেও ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘ তল্লাশির পর অর্পিতার দু’টি ফ্ল্যাট থেকে নগদ প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করেছিল ইডি। তার পরেই দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও দু’জনেই এখন ওই মামলায় জামিনে মুক্ত। এসএসসি মামলার তদন্তও করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আধিকারিকরা তদন্তে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নাম বেশ কিছু জায়গায় পেয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে খবর। সেজন্যই এই মামলায় দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক বছর জেলবন্দি থাকার পর রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা দু’জনেই এখন জামিনে মুক্ত। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত সিবিআই ও ইডি দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা করছে। ওই মামলার চার্জগঠনও হয়েছে। এসএসসি দুর্নীতিরও তদন্ত করছে ইডি। ওই মামলার চার্জশিটও জমা পড়েছে বলে খবর। তদন্তে বেশ কিছু ক্ষেত্রে পার্থ ও অর্পিতার নাম উঠে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। এরপরই দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মমতা সরকারের বিদায় দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মমতা সরকারের বিদায় দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে। সোমবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, বাংলার যুবসমাজ, মহিলারা আর মমতাকে চাইছে না। মমতার দ্বিচারিতা বাংলার মানুষ জেনে গেছে। মমতা ব্যানার্জির মুখ ও মুখোশ বাংলার মানুষ জেনে গিয়েছে। তাঁর সংযোজন, মমতা ব্যানার্জি বাংলার অস্মিতার কথা বলছেন। অথচ ভিন রাজ্যের দু’জনকে উনি রাজ্যসভার প্রার্থী করেছেন। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ধর্নায় বসতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৬ মার্চ, শুক্রবার দুপুর ২টো থেকে ধর্মতলায় তিনি অবস্থান বিক্ষোভ ও ধর্নায় বসবেন বলে ঘোষণা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি সিএএ-র বিরোধিতা করেছিলেন। সিএএ লাগু হয়ে গেল। মমতা ব্যানার্জি এসআইআরের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেল। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি এবার নতুন করে নাটক শুরু করছেন। এসআইআরের বিরোধিতা করে উনি ধর্নায় বসতে চলেছেন। মমতা ব্যানার্জির ধর্নাকে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ওনার অনশন ধর্মঘট করা উচিত। আগে ধর্না মঞ্চে সোনালি দিদি চকলেট খাইয়েছিলেন। এবার অন্য কোনও দিদি চকলেট খাওয়াবে। তাঁর দাবি, মমতার ভণ্ডামি বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত, নির্বাচন ঘোষণার আগেই বঙ্গে নেমেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিলেই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে না। ডান্ডা চালানো কিংবা পেটানোর চালানোর ক্ষমতা দিতে হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভোটারদের পরিচয়পত্র দেখার অধিকার দিতে হবে। তাছাড়া রাজ্য পুলিশকে বুথের ২০০ মিটার দূরত্বে রাখতে হবে। তাঁর সাফ বক্তব্য, কোনও বুথে ফলস ভোট পড়লে। সেই বুথের কেন্দ্রীয় বাহিনী ও প্রিসাইডিং অফিসারের চাকরি যাবে। কমিশন এই ধরনের রুল জারি করলে একটাও ফলস ভোট পড়বে না।

রিচার নাম নিয়ে চাপানউতোর, কমিশনের নিশানায় রাজ্য আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার রিচা ঘোষ-এর নাম ভোটার তালিকায় না-থাকা ঘিরে নতুন বিতর্ক দানা বাঁধল। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর বিষয়টি সামনে আনেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সমাজমাধ্যমে ব্যাখ্যা দেয় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। পোস্টে জানানো হয়েছে, ২০০২ সালের তালিকার নিরিখে রিচা ঘোষ ‘আনম্যাপড’ হিসেবে চিহ্নিত হন। পরিবারের সদস্যরা নথি নিয়ে শুনানিতে হাজির হয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট ইআরও ও এইআরও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না-পারায়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নামটি এখন ‘বিবেচনাধীন’। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

এসেছে হোলি এসেছে...। ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

উষ্ণতার ছোঁয়া রঙের উৎসবে, চড়া মেজাজে বসন্ত উত্তরবঙ্গের সমতলেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উষ্ণতার ছোঁয়া রঙের উৎসবে। শীত উধাও বরং ঘামে ভিজতে পারেন বেশ কিছু জেলার বাসিন্দারা। উত্তরবঙ্গে দোলের পরেই ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। দোলের আগে বৃষ্টি ও কুয়াশা থাকবে। হতে পারে হালকা তুষারপাতও, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তাপমাত্রার পারদ চড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সঙ্গে এও জানানো হচ্ছে, দোলে গরম হবে দক্ষিণবঙ্গ, কলকাতায় তাপমাত্রা থাকবে ৩৫ ডিগ্রি, এমনটাই ইঙ্গিত আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। সূত্রের খবর, কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক ধাক্কায় ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় চার ডিগ্রি বেশি। ফলে রংয়ের উৎসবের আগেই ঘর্মাক্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতে পারে তিলোত্তমাবাসীকে। উত্তরবঙ্গেও দোলের পর থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে তাপমাত্রা।

সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে কোমোরিন এলাকাতেও। উত্তর-পূর্ব আরব সাগর এবং সংলগ্ন গুজরাত উপকূলে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। মধ্য অসমেও রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায়। আগামী বুধবার নতুন করে আরও একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকবে। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গে সকালের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকতে পারে। তবে বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দেখা পাওয়া যাবে রোদের। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। সব মিলিয়ে দোলের দিন দক্ষিণবঙ্গে রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২ দিন বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। পরবর্তী তিন-চার দিনে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন হবে না। আগামী সাতদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। সকালের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা বেশ কিছু জেলাতে। উত্তরবঙ্গের সমতলেও বসন্ত বেশ চড়া মেজাজে। সোমবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অনুযায়ী, মালদায় ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে পারদ। জলপাইগুড়িতে ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোচবিহারে ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আলিপুরদুয়ারে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শিলিগুড়িতে ২৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। দোলের আগে এই উষ্ণ আবহাওয়া অনেকটাই আগাম গরমের বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিশ্লেষকরা।

তবে ছবিটা একেবারেই আলাদা পাহাড়ে। দার্জিলিংয়ে সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর কালিম্পংয়ে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সংরক্ষিত আসনে নজর, ‘তফশিলি সংলাপ’ নামে বিশেষ কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠনকে ঝাঁপিয়ে পড়ার বার্তা দিল। কলকাতার নজরুল মঞ্চ থেকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সূচনা করলেন ‘তফশিলির সংলাপ’ নামে বিশেষ জনমুখী কর্মসূচির। লক্ষ্য; রাজ্যের ৮৪টি তফশিলি জাতি ও উপজাতি সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্র।

দলের পরিকল্পনা, আগামী দু’মাস ধরে নির্দিষ্ট রুটম্যাপ মেনে প্রতিনিধিরা প্রচারযানে ঘুরবেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে। প্রতিটি কেন্দ্রে দিনে অন্তত তিনটি সভা-সংলাপের আয়োজন হবে। হাতে থাকবে একটি তথ্যপুস্তিকা, যেখানে রাজ্য সরকারের প্রকল্প ও সুবিধাভোগীদের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি মানুষের অভিযোগ ও দাবি সরাসরি নথিবদ্ধ করা হবে।

মঞ্চ থেকে কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, সংরক্ষিত আসনগুলির রাজনৈতিক ও নৈতিক দায় আপনাদেরই নিতে হবে। যাঁরা বিশ্বাস করে সমর্থন দিয়েছেন, তাঁদের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করুন; কেন্দ্রের শাসকেরা তাঁদের সম্মান রক্ষা করেছে কি না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, দলিত ও আদিবাসী সমাজের নাম উচ্চারণ করে ভণ্ডামি চলতে পারে, কিন্তু বাস্তবে অত্যাচার বন্ধ না হলে সেই মুখোশ খুলে যাবে।

হাতের মুঠোয় রং, হৃদয়ের গভীরে ফিরে আসা শৈশব

রাজীব মুখোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার পুরনো মহল্লায় পা রাখলেই বোঝা যায়, ঋতুর বদল শুধু ক্যালেন্ডারে নয়; মানুষের মুখেও। শোভাবাজার, বাগবাজারের গলিতে এখন রঙিন খেলনার সারি, ঝুলছে বিশাল জলভর্তি ট্যাঙ্ক, ঝকঝকে রং ছোড়ার নানান সরঞ্জাম। ফুটপাথের এক বিক্রেতা কাঁধ থেকে বড় ট্যাঙ্ক নামিয়ে হেসে বললেন, দেখুন, পাঁচ লিটার জল ধরবে। এটাই এখন সবচেয়ে চলছে। ছোটরা বলছে, ‘ছোট কিছু নেব না!’ পাশেই আর এক দোকানি আলো জ্বেলে লক্ষ্যভেদ করা নতুন মডেল দেখাতে দেখাতে বললেন, দাম হাজার পেরোলেও সমস্যা নেই। বাচ্চারা এখন আলাদা কিছু চায়। বাবা, মায়েরাও খুশি মনে কিনে দিচ্ছেন। কথার মাঝখানেই এক কিশোরের চিৎকার, বাবা, এটা নাও না! এটা দিয়ে দূর পর্যন্ত যাবে! বাবা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেন, এত বড়টা সামলাতে পারবি তো? উত্তরে দৃঢ় স্বর, পারব! তুমি শুধু ধরো।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক মধ্যবয়সি মানুষ হঠাৎ থেমে গেলেন। ছেলের আঙুল শক্ত করে ধরে বললেন, জানিস, আমি তোর দাদুর সঙ্গে এমনই আসতাম। ছেলে অবাক, তখনও এত রকম ছিল? তিনি হেসে মাথা নেড়ে বললেন, না রে, ছিল সাদামাটা রং। তবু মনে হত, আমি সারা পাড়া জিতে নেব। তাঁর কণ্ঠ নরম হয়ে আসে, আজ তোর চোখে সেই একই আগুন দেখছি। এক বৃদ্ধা পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। ধীরে বললেন, ওর বাবা পকেটে যতটুকু থাকত, তাতেই কিনে দিত। কিন্তু বাড়ি ফিরতাম রাজা হয়ে। তাঁর পাশে থাকা নাতনি টান মেরে

বলে, ঠাম্মি, তুমি খেলতে? উত্তরে হাসি, খেলতাম রে, খুব খেলতাম। আর এক মা রঙের প্যাকেট হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বলে উঠলেন, এই গন্ধটা পেলেই মনে হয়, বাবা যেন পাশে আছেন। স্বামী প্রশ্ন করেন, কাঁদছ কেন? তিনি চোখ মুছে বলেন, না, রং চোখে ঢুকেছে। বাজারে ঝলক, বিক্রির উত্তাপ, দাম নিয়ে দর কষাকষি; সবই চলছে। কিন্তু আসল লেনদেন যেন অন্যখানে। এক শিশু হঠাৎ বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, হাত ছাড়বে না কিন্তু। বাবা জবাব দেন, কখনও না।

এই শহরে রং শুকিয়ে যায়, খেলনা ভেঙে যায়, বছর ঘুরে নতুন মডেল আসে। তবু ভিড়ের ভেতর হাতের মুঠোয় যে উষ্ণতা ধরা থাকে, সেটাই থেকে যায় চিরকাল। উৎসব শেষ হয়, কিন্তু সম্পর্কের রং মুছে যায় না; সে রং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নীরবে গাঢ় হয়।

সম্পাদকীয়

ভবানীপুরে বিজেপির ওয়ার রুম, আরও বেকায়দায় তৃণমূল

অনেক চেষ্টা করেও বাংলায় এসআইআর রুখতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। এসআইআরের দাপটে এখন কার্যত তৃণমূলের গোটা নির্বাচনী অঙ্কটাই ঘেঁটে ঘ। একই ছবি ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রেও। গতবার কোনও মতে এই কেন্দ্রে জিতেছিল তৃণমূল। কিন্তু এবার? এসআইআর পরবর্তী ভবানীপুর কেন্দ্র নিঃসন্দেহে বিরাট চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের কাছে। এই আবহে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ভবানীপুরে কেন্দ্রে জোর লড়াই দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল গেরুয়া শিবির। সেই লক্ষ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে ওই বিধানসভা কেন্দ্রে একটি ওয়ার রুম তৈরি করল বিজেপি। ওই অফিস থেকে গোটা বিধানসভার ভোট পরিচালনা হবে। ৭০ নং ওয়ার্ডে চক্রবেড়িয়া রোডে এই ওয়ার রুম করা হয়েছে। ছাব্বিশের নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এটা ধরে নিয়েই এই উদ্যোগ। ভবানীপুরে এবার যাতে মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলাটাই তাঁদের লক্ষ্য। যার পিছনে সম্পূর্ণ মদত রয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের। তথ্য বলছে, ভবানীপুর বিধানসভার মধ্যে বিজেপির সবচেয়ে বেশি ভোট রয়েছে এই ৭০ নং ওয়ার্ডেই। আর এতেই ঘুম উড়েছে মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলের। অঙ্ক বলছে, ভবানীপুর কেন্দ্রে তৃণমূল বারবার জয়ী হয়েছে কেবলমাত্র একটি ওয়ার্ডে পাওয়া ভোটের ব্যবধানের ভিত্তিতে। ভবানীপুরের ৭৭ নং ওয়ার্ডটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত, তাই ওই ওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে আগে। কিন্তু এবার সেই অঙ্ক নাও মিলতে পারে। কারণ, এসআইআর। এর জেরে ওই ৭৭ নং ওয়ার্ডে প্রচুর ভোটারের নাম কাটা গিয়েছে। উল্টোদিকে যে পাঁচ-ছয়টি ওয়ার্ড থেকে বিজেপি ভাল ব্যবধানে এগিয়ে থাকে সেখানে তাঁদের ভোট আরও সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। এই সব অঙ্ক কষেই ওয়ার রুম সাজাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা। আটটি ওয়ার্ড নিয়ে তৈরি ভবানীপুর কেন্দ্র। এর মধ্যে ৬ টি ওয়ার্ডে বরাবরই ভালো ভোট পায় বিজেপি। তাই এসআইআর পরবর্তী সময়ে এই কেন্দ্র এবার চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের জন্য।

শব্দছক ৮৮

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. কল্লোলে প্রবাহিত ৩৪. পদক্ষেপ করা ৫. রীতি ৬. যে শব্দ কাগজের পরিমাণ বোঝায় ৮. শূকর ১০. মলিনতা ১২. চরণে পতিত ১৪. যে কর্মের তাপে জর্জরিত ১৫. ঈশ্বরের প্রেরিত দূত ১৬. জমক সম্বলিত ১৮. ভারী এবং মোটা ১৯. পান করে যে ২০. ছিন্ন কাপড়ে সুতো দিয়ে মেরামত ২২. তাম্বুল ২৩. স্বামী ২৪. মুচিদের গুরু

ওপর-নিচ: ১. বক্তব্য ২. নৌকা ৪. সৌন্দর্য ৫. ভুলবকা ৭. যে নারীর মমত্ববোধ আছে ৮. বনাঞ্চলকে বিদীর্ণ করে যা ৯. রাত্রি ১১. ক্ষুদ্র চিঠি ১৩. অসুর ১৬. জপ করা ১৭. চক্ষু ১৮. সাপের এক প্রজাতি (পা-অলা) ২১. মোটা ২২. ইংরাজীতে দু-পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে পথ

সমাধান ৮৮ — পাশাপাশি: ১. রোধ ৩. অভাব ৬. বন্দনা ৮. অঙ্গ ৯. নবাব ১০. বিকল ১২. সহ্য ১৩. দড় ১৪. ক্ষতিকর ১৬. বিবশ ১৮. গড় ১৯. ললনা ২১. আকণ্ঠ ২২. তালি

ওপর-নিচ : ১. রোবট ২. ধন ৪. ভাঙ্গন ৫. সঙ্গ ৭. নাস্তিক ৮. অবসর ১০. বিড়বিড় ১১. লক্ষ শতক ১৬. কপিল ১৭. ছিনালি ১৮. গল্প ২০. লতা

আজকের দিন

- **১৯১৩** — ওয়াশিংটন, ডিসিতে নারী ভোটাধিকার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
- **১৯৩৮** — সৌদি আরবে তেল আবিষ্কৃত হয়।
- **১৯৪৩** — বেথনাল গ্রিন টিউব স্টেশনে দুর্ঘটনায় মৃত ১৭৩ জন।
- **২০০৯** — লাহোরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের বাসে সন্ত্রাসী হামলা।

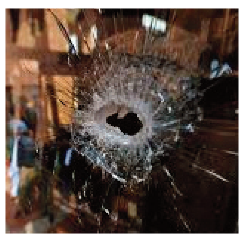

জন্মদিন

জামশেদজি টাটা

- **১৮৩৯** *বিশিষ্ট শিল্পপতি জামশেদজি টাটার জন্মদিন।*
- **১৯৬৭** *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শঙ্কর মহাদেবনের জন্মদিন।*
- **১৯৮৭** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের জন্মদিন।*

হোলি উৎসব এবং গৌর পূর্ণিমা

রূপম চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের বিভিন্ন হিন্দু ঐতিহ্যেই হোলি উৎসবের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। এটি একটি উৎসবমুখর দিন যখন একজন তার অতীতের ভুলগুলো ভুলে যায়। দোলযাত্রা উৎসবের একটি ধর্মনিরপেক্ষ দিকও রয়েছে। এই দিন সকাল থেকেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে আবির, গুলাল ও বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়। শান্তিনিকেতনে বিশেষ নৃত্যগীতের মাধ্যমে বসন্তোৎসব পালনের রীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল থেকেই চলে আসছে। কবির ভাষায়, অনন্তের বাণী তুমি/ বসন্তের মাধুরী-উৎসবে, আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে। বঞ্জুলনিকুঞ্জতলে / সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে, চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে / বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে। মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জনকল্লোল, আন্দালিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয়হিন্দোল। নয়নপল্লবে হাসি/হিল্লোলি উঠিবে ভাসি, মিলনমল্লিকামাল্য পরাইবে পরানবল্লভে। এই দিনে মানুষেরা একে অপরের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট করে ফেলে, এই দিনে তারা এসব ঝগড়া বিবাদ ভুলে যায় ও ক্ষমা করে দেয়। তারা পুরনো ঋণ ক্ষমা করে দেয়, এবং নতুন করে চুক্তি শুরু করে। হোলি উৎসব একই সাথে বসন্তের আগমন বার্তাও নিয়ে আসে। অনেকের কাছে এটা নতুন বছরের শুরুকে নির্দেশ করে। এটি মানুষের জন্য ঋতু পরিবর্তনকে উপভোগ করা ও নতুন বন্ধু বানাবার বার্তাও বহন করে আনে।

হোলির কথা লিখতে গেলেই হোলিকার কথা লিখতে হবে

দৈত্যরাজ হিরণ্যকিশপুর কাহিনি আমরা সকলে জানি। ভক্ত প্রহ্লাদ অসুর বংশে জন্ম নিয়েও পরম ধার্মিক ছিলেন। তাঁকে যখন বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও হত্যা করা যাচ্ছিল না তখন হিরণ্যকিশপুর বোন হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আগুনে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ হোলিকা এই বর পেয়েছিল যে আগুনে তার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু অন্যায় কাজে শক্তি প্রয়োগ করায় হোলিকা প্রহ্লাদকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করলে বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ড থেকেও অক্ষত থেকে যায় আর ক্ষমতার অপব্যবহারে হোলিকার বর নষ্ট হয়ে যায় এবং হোলিকা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, এই থেকেই হোলি কথাটির উৎপত্তি । নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান। তবু বিবিধের মাঝে দোলের মাহাত্ম্য কিন্তু মিলনে। আমাদের অনেক ধর্মীয় উৎসবেই আঞ্চলিক লোক-সংস্কৃতি ও রীতির প্রভাব দেখা যায়, হোলিও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলার দোলযাত্রায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব রীতির প্রাধান্য পায়। ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন পূর্বভারতে আর্যরা এই উৎসব পালন করতেন । যুগে যুগে এর উদযাপন রীতি পরিবর্তিত হয়ে এসেছে । পুরাকালে বিবাহিত নারী তার পরিবারের মঙ্গল কামনায় রাকা পূর্ণিমায় রঙের উৎসব করতেন ।

দোল বা হোলি নামের মাহাত্ম্যের সাথে আবার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সকলের প্রিয়, সকলের আরাধ্য নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরেই ভারতভূমিতে হোলির সূত্রপাত বলে মেনে নেয় লোকগাথা। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই হোলির সূত্রপাত, একথা মানলেও মহাকাব্য থেকে লোকগাথায় দোল শুরুর কারণে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে বৃন্দাবন লীলায় ব্রজবাসীগন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তার অন্তরঙ্গা শক্তি রাধারাণীকে একত্রে পেয়ে সীমাহীন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাদের চরণে আবির বা গুলাল ঢেলে রঞ্জিত করে দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারাণী ও এই আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। কিন্তু ঐদিন ছিল ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথি। ঐদিনটিতে এতটাই আনন্দ উৎসব হয় যে, পরবর্তীতে বৃন্দাবন বাসীরা আর ঐদিনটিকে ভুলতে পারেন নি। যা আজ ও মানুষ পালন করে চলছে। ঐদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর রাধারাণীকে বৃন্দাবন বাসীরা প্রেমানন্দে দোলনায় দোল দিয়েছিল বলে এই উৎসবটিকে দোল উৎসব ও বলা হয়। আর ফাল্গুন মাসের এই পূর্ণিমাকে বলা হয় দোল পূর্ণিমা।

অন্যদিক বসন্তের পূর্ণিমার এই দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেশি নামক অসুরকে বধ করেন। কোথাও কোথাও অরিষ্টাসুর নামক অসুর বধের কথাও আছে। অন্যায়কারী, অত্যাচারী এই অসুরকে বধ করার পর সকলে আনন্দ করে। এই অন্যায় শক্তিকে ধ্বংসের আনন্দ মহা আনন্দে পরিণত হয়।

অঞ্চল ভেদে হোলি বা দোল উদযাপনের ভিন্ন ব্যাখ্যা কিংবা এর সঙ্গে সংপৃক্ত লোককথার ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু উদযাপনের রীতি এক ।বাংলায় আমরা বলি ‘দোলযাত্রা’ আর পশ্চিম ও মধ্যভারতে ‘হোলি’,। রঙ উৎসবের আগের দিন ‘হোলিকা দহন’ হয় অত্যন্ত ধুমধাম করে । শুকনো গাছের ডাল, কাঠ ইত্যাদি দাহ্যবস্তু অনেক আগে থেকে সংগ্রহ করে সু-উচ্চ একতা থাম বানিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করে ‘হোলিকা দহন’ হয় ।পরের দিন রঙ খেলা ।বাংলাতেও দোলের আগের দিন এইরকম হয় যদিও তার ব্যাপকতা কম , আমরা বলি ‘চাঁচর’ । এই চাঁচরেরও অন্যরকম ব্যাখ্যা আছে । দোল আমাদের ঋতুচক্রের শেষ উৎসব । পাতাঝরার সময়, বৈশাখের প্রতীক্ষা। এই সময় পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতা, তার ডালপালা একত্রিত করে জ্বালিয়ে দেওয়ার মধ্যে এক সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে । পুরনো জঞ্জাল, রুক্ষতা, শুষ্কতা সরিয়ে নতুনের আহ্বান হচ্ছে এই হোলি। বাংলায় দোলের আগের দিন ‘চাঁচর’ উদযাপনকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয় ।

বাংলার বাঙালিরা ‘দোল’ খেলেন, অবাঙালি তথা মাড়োয়ারি গোষ্ঠীরা তার পরের দিন ‘হোলি’ খেলেন। বাংলাদেশেও অনেক অঞ্চলে এটি দোলযাত্রা বা দোলোৎসব নামে পরিচিত। ভারতের উড়িশাবাসীরাও বলেন দোলোৎসব, আবার উত্তর ও মধ্য ভারতের অধিবাসীরা বলেন ‘হোলি’ কিংবা ‘হোরি’, গোয়া ও কঙ্কণ অঞ্চলের লোকেরা বলেন ‘শিমাগা’, দক্ষিণ ভারতীয়রা বলেন ‘মদনদহন’ বা ‘কামায়ন‘। ‘হোরি’ (তৎসম), ‘দোল’ থেকে এসেছে অপভ্রংশ ‘হোলি’। ‘হোলি’ থেকে ‘হোলক’, ‘হোলক’ হল ‘হোলিকা’, মানে ডাইনি। তাকে দহন করলে সারা পৃথিবীর মানুষ ধর্মে-কর্মে-জীবনে সফেদ চরিত্রের হবে! আবার কৃষিনির্ভর সমাজের প্রজনন সম্পর্কিত উৎসব ‘হোলি’। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দদ-এর

মধ্যযুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পগুলির অন্যতম প্রধান বিষয় রাধা-কৃষ্ণের রঙ উৎসব। এই রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে হোলির যে অতি বৈষ্ণবীয় আচার তা অবশ্যই প্রশ্নযুক্ত। কেননা এটি শ্রীকৃষ্ণের জীবন ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা শ্রীকৃষ্ণ ১০ বছর বয়সে বৃন্দাবন ত্যাগ করার পর সেখানে তার যাওয়াই হয়নি। অন্যদিকে বহু গবেষক রাধার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন থেকে দোল কথার উদ্ভব। দোল হিন্দু সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন উৎসব। নারদ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ ও ‘জৈমিনি মীমাংসা’য় রঙ উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রভাবে পরবর্তীকালে ‘হোলি’ ও ‘দোলযাত্রা’ একাত্ম হয়ে গেছে।

কোথাও কোথাও দোল উদযাপন উপলক্ষে ক্রবুড়ির ঘরক্র বা ক্রমেড়াক্র পোড়ানো হয়। এদিন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ মন্দির কিংবা ধামে মানুষের কুশপুত্তলিকা সম্মুখে আনা হয়। নানা পূজার্চনার পর এটিতে অগ্নিদান করা হয়। পরদিন কৃষ্ণ বা গোপালের বিগ্রহকে একটি সুসজ্জিত দোলায় স্থাপন করা হয়। এ সময় পুরোহিত বিগ্রহের গায়ে আবির লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সকলে পরস্পরকে আবির মাখিয়ে দেয়। এরপর নিজেদের মধ্যে আবির লাগানো বা পিচকারি থেকে গোলা তরল রং গায়ে দিয়ে খেলা শুরু হয়।

দোলের কথা লিখতে গেলেই আবিরের কথাও লিখতে হবে

আবির ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহৃত এক প্রকারের রঞ্জক পদার্থ। এটি গুঁড়া হিসাবেই ব্যবহার হয়, তরল ভাবে নয়। হোলি খেলার সময় এটি ব্যবহার করা হয়। হোলির পূর্বে বাজারে এটি বিক্রি হয়। ফাল্গুন মাসে (হোলি খেলার সময়) ব্যবহার তাই এর অন্য নাম ফাগ। কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক, দুই রকমের উৎস হতেই আবির তৈরি করা হয়। অপরাজিতা, গাঁদা, দোপাটি - এসব ফুলের নির্যাস হতে আবির তৈরি করা হয়। এই রঞ্জককে অনেক সময় অভ্রের গুঁড়ার সাথে মিশানো হয়, যার দরুন এটি জ্বলজ্বল করে। হোলির দিন বয়স্করা আবির আশির্বাদ হিসাবে ছোটদের মাথায় আবির দেন। ছোটরা বড়দের পায়ে দেয়। তারপর সবাই সবার গালে মুখে আবির মাখিয়ে দেয়। অনেক সময় চোখে আবির ঢুকে গিয়ে বিপদ ঘটতে পারে। আবির সাধারণতঃ বিষাক্ত নয়। কিন্তু অভ্র বা কোন কেলাসাকার গুঁড়া ব্যবহার হলে তাতে চোখের কর্নিয়াতে আঁচড় লাগতে পারে। এই জন্যে আবিরের তৈরির সময় রং মেশাবার জন্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকম গুঁড়ার মধ্যে ট্যাল্কম পাউডারের মত অক্ষতিকর পদার্থ ব্যবহার বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মধ্যযুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পগুলির অন্যতম প্রধান বিষয় রাধা-কৃষ্ণের রঙ উৎসব । এই রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে হোলির যে অতি বৈষ্ণবীয় আচার তা অবশ্যই প্রশ্নযুক্ত। কেননা এটি শ্রীকৃষ্ণের জীবন ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা শ্রীকৃষ্ণ ১০ বছর বয়সে বৃন্দাবন ত্যাগ করার পর সেখানে তার যাওয়াই হয়নি। অন্যদিকে বহু গবেষক রাধার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন থেকে দোল কথার উদ্ভব। দোল হিন্দু সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন উৎসব । নারদ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ ও ‘জৈমিনি মীমাংসা’য় রঙ উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায় ।৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের এক শিলালিপিতে রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক ‘হোলিকোৎসব’পালনের উল্লেখ পাওয়া যায় । হর্ষবর্ধনের নাটক ‘রত্নাবলী’তেও হোলিকোৎসবের উল্লেখ আছে । এমনকি আল বেরুণীর বিবরণে জানা যায় মধ্যযুগে কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানরাও হোলিকোৎসবে সংযুক্ত হতেন ।

সে যাই হোক রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বকে দাড় করিয়ে বিপরীত লিঙ্গের মাঝে অবাধ হোলি খেলা অবশ্যই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন যোগ্য নয়। আবার বিষাক্ত রঙের ব্যবহারও উচিত নয়। এমনকি বহু জায়গায় হোলিকা দহনের নামে গাছপালা যথেচ্ছ কেটে ফেলা হয় তাও উচিত নয়। তাই হোলি নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের অসামাজিকতা পরিহার করা জরুরী। হোলি সম্পর্কে বড়ো একটি তথ্য সকলে এড়িয়ে যায়। ধর্ম ও সমাজ ওতোপ্রোত জড়িত। সমাজের উঁচু নিচুঁর ভেদাভেদ ঘুঁচে যায় এই দিনে। সবাই হয়ে ওঠে রঙ্গিন ও প্রাণবন্ত। থাকে সাবলীল ও হাসিখুশি। তাই হোলি সমতা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধির একমাত্র উৎসব। হোলির প্রভাবে শুধু ধরণী রঙ্গিন হয় তা কেবল নয় এই উৎসবে মানুষের জীবনও হয়ে ওঠে রঙে রঙে রঙ্গিনময়। আর একটি উৎসব বা দিন আরও পবিত্র হয়ে ওঠে যদি উক্ত দিনে পৃথিবী মহান পুরুষের জন্ম দেয়। বাঙালি তথা হিন্দু সমাজের অন্যতম মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি হচ্ছে এই পূর্ণিমা তিথি তথা হোলি তিথি। এই মহান পুরুষের জন্ম উৎসবের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

দোল পূর্ণিমার সাথে একাকার হয়ে মিশে আছে হোলি উৎসব। এই পবিত্র লগ্নে শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব দোল উৎসবকে আরও নান্দনিকতায় সাজিয়ে দিয়েছেন। দোল পূর্ণিমার এই পুন্য তিথির সাথে আনন্দের এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন। আর সবচেয়ে অবাক করা বিষয়টি হচ্ছে ঐদিন সন্ধ্যায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় হঠাৎ করে চন্দ্র গ্রহণ শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ পূর্ণিমার মাঝে চন্দ্র গ্রহণ। যাকে বলা হয় eclipse of full moon যা জোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল একটি সন্ধিক্ষণ। শত বছরে এক দুইবার খুবই অল্প সময়ের জন্য এই সন্ধিক্ষণগুলো আসে। এই রহস্যময় সময়েই দিক বিদিক আলো করে উলুধ্বনি আর শঙ্খনাদের গর্জনে শচীমাতা আর জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আবির্ভূত হলেন শ্রীম্মন মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর জয় হোক।

তাই এই পবিত্র তিথি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এই দিনই সকল কৃষ্ণ ভক্ত মানুষের নয়নের মনি শচীনন্দন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি। সে কারনেই এই পুন্য তিথিটি সকল বৈষ্ণব তথা সকল কৃষ্ণ ভক্ত মানুষদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আসুন, সবাই আবির ছুঁয়ে দেখি, রাধা গোবিন্দের শ্রী চরণের আবিরে নিজেদের রঞ্জিত করি আর সেই সাথে গৌর বন্দনা করে হই পুলকিত।

তিনি বিশেষত পরম সত্ত্বা রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পর্যন্ত শ্রীহরি নাম, ভক্তি ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করেন। সে কারনেই আজকের এই পুন্য তিথিটি সকল বৈষ্ণব তথা সকল কৃষ্ণ ভক্ত মানুষদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আসুন, সবাই আবির ছুঁয়ে দেখি, রাধা গোবিন্দের শ্রী চরণের আবিরে নিজেদের রঞ্জিত করি আর সেই সাথে গৌর বন্দনা করে হই পুলকিত।হোলির রংগুলি কোনো ধরণের বৈষম্য ছাড়াই সমস্ত জীবকুলের সাথে জড়িত আছে। এই দিনে আবীরের রঙে রঙিন হয়ে একাকার হয়ে উঠে সব। সমাজের সব জীবকুলে এমনকি সমস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে এই রং সবার মধ্যে ছড়িয়ে পরে তৈরি হয় বন্ধুত্বের সেঁতুবন্ধন।

অন্যায়কে পরাজিত করার আনন্দে সকলের মন রাঙিয়ে উঠুক। মহানপুরুষের আবির্ভাবে সকলের মন আনন্দে নেচে উঠুক অবশ্যই অসামজিকতায় নয়।সঙ্কীর্তন অঙ্গনে সব মানবের মহামিলন ঘটিয়েছিল। সাধন ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা দূর করে আচ-াল অস্পৃশ্যকে তিনি কোল দিয়েছিলেন। চাঁদকাজির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান, ধর্মীয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার অর্জনের অভিযান। শাসকের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের প্রতিবাদ। জগাই-মাধাই উদ্ধারের মধ্যে তিনি মানুষের দম্ভকে গলিয়ে, তার পাশবিকতাকে মানবিকতার ভূমিকায় উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন-ভালবাসা দিয়ে। অঞ্চল ভেদে হোলি বা দোল উদযাপনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা কিংবা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত লোক কথার ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু উদযাপনের রীতি সবজায়গায় এক। এই উৎসব প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি পাড়ায় সুখের রঙ আনে। তাই এই উৎসবকে রং উৎসবও বলা হয়। যেমন প্রকৃতি তার আলো, বায়ু, জল, সমস্ত জীবকে কোনও পার্থক্য ছাড়াই বিতরণ করে। এই পবিত্র তিথি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের।

প্রার্থনা করি, বাংলার বসন্ত বা হোলি উৎসব বৃহৎ মহান ভাবনায় সমকাল অতিক্রম করে ভাবীকালের জনউৎসবে পরিণত হবে। যেখানে ‘বৃহৎ মনুষ্যত্ব’ জাগ্রত হবে। যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সর্বমানবের জয়গানে বিশ্ব মানবিক স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। উৎসবের দিন মূলতঃ মানবিক বোধের মিলনের দিন। মনুষ্যশক্তি জাগ্রত করে বিশ্বজগতকে ভালোবাসতে পারলে অপার কৃপা লাভ করা যায় পরমপ্রভুর। উৎসবের দিন মূলতঃ মানবিক বোধের মিলনের দিন। মনুষ্যশক্তি জাগ্রত করে বিশ্বজগতকে ভালোবাসতে পারলে অপার কৃপা লাভ করা যায় পরমপ্রভুর। হোলির রঙে সব গ্লানি, বিবেদ মুছে গিয়ে আনন্দময় জীবনের পূর্ণতায় সবার মন সমৃদ্ধ হোক। মনের কালিমাকে দূরে সরিয়ে আলোর উজ্জ্বলতায় জীবনকে ভরিয়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়েই পালিত হোক হোলি উৎসব।

চর্চাবাসর ৭৫

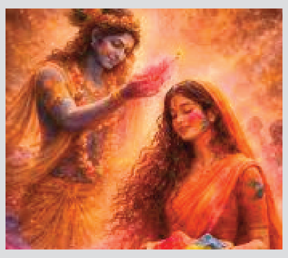

‘দোলযাত্রা’ (Dolyatra) শব্দটি দুটি সংস্কৃত মূল শব্দ; “দোলা’ (Swing/দোলনা) এবং ‘যাত্রা’ (Procession/মিছিল)-এর সংমিশ্রণে গঠিত। এটি মূলত বৈষ্ণবমতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের দোলনায় দোল খাওয়া বা শোভাযাত্রার উৎসবকে নির্দেশ করে, যা রঙের উৎসব বা হোলি হিসেবেও পরিচিত।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মহিলাদের উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মহিলাদের উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় এক যুবককে কুডুল দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে দুর্গাপুর-এর পলাশডিহার দক্ষিণ আদিবাসী পাড়ায়। সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃত যুবকের নাম গোপাল দাস। অভিযুক্ত হিসেবে বিজয় টুডুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত বিজয় টুডু মদ্যপ অবস্থায় এলাকায় অশালীন আচরণ ও গালিগালাজ করছিল বলে অভিযোগ। মহিলাদের উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করেন গোপাল দাস। সেই সময় বচসা চরমে ওঠে। অভিযোগ, এরপর গাছ কাটার কুডুল দিয়ে গোপাল দাসের ওপর হামলা চালানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

রবিবার সকালে পুলিশ তদন্তে এলে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অসামাজিক কাজের অভিযোগ ছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে ছাড়া পেয়ে যেত। ফলে এলাকায় ক্ষোভ জমে ছিল। ঘটনার পর গোটা এলাকায় টানটান উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রচারে দেওয়ালের দখলদারি নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নির্বাচনী প্রচারের জন্য দেওয়ালের দখলদারিকে ঘিরেই মালদার বামনগোলায় তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। সোমবার সকাল থেকেই দফায় দাফায় এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে বামনগোলা থানার মহেশপুর গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাপ্রসাদ কলোনী এলাকায়। দুই পক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন দু'জন। আহতদের মধ্যে এক তৃণমূল কর্মীকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। অপর আহত বিজেপি কর্মীকে মোদিপুকুর সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। উভয় পক্ষই সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়াল লিখনকে ঘিরেই এই সংঘর্ষের ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

তৃণমূলের অভিযোগ, গঙ্গাপ্রসাদ কলোনি এলাকায় তাদের দেওয়াল লিখন মুছে দিয়ে তার ওপর দেওয়াল লেখার চেষ্টা করে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। প্রতিবাদ করলে তাদের ওপর চড়াও হয় বিজেপি কর্মীরা। তাদের এক সমর্থককে বেধড়ক মারধর করা হয়। পালটা বিজেপির অভিযোগ, এদিন সকাল থেকে তারা দেওয়াল লিখন কর্মসূচি করছিল। সেই সময় হঠাৎ তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকরা তাদের ওপর চড়াও হয়। তাদেরকে বেধড়ক মারধর করে। থানায় অভিযোগ জানালে তাদের লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য চঞ্চল মণ্ডল বলেন, এই হামলার ঘটনার সঙ্গে নৃপেন মাহাতো, মিঠুন মাহাতো, লিটন শীল, দেবু মণ্ডল-সহ তাদের দলবল যুক্ত রয়েছে। এরা প্রত্যেকে বিজেপি কর্মী। নির্বাচন আসলে এরা এলাকায় সন্ত্রাস চালায়। এর আগেও এরা একাধিকবার বিভিন্ন গোলমালের ঘটনায় জেল খেটেছে। এদিন তৃণমূলের একটি দেওয়াল লিখন মুছে দিয়ে ওরা নিজেদের নির্বাচনী প্রচার লিখছিল। প্রতিবাদ করাতে হামলা চালিয়েছে।

বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক তথা স্থানীয় নেত্রী বীণা কীর্তনীয়া বলেন, 'যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরঞ্চ ওরা এদিন আমাদেরই একটি দেওয়াল লিখন মুছে দেয়। তখনই দু'পক্ষের গোলমাল বাঁধে। তৃণমূলীরা আমাদের দলের কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে।' বামনগোলা থানার পুলিশ জানিয়েছে, দু'পক্ষের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ওই এলাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

বাংলায় আইন নেই, তা ভাঙার লোক আছে: রাজনাথ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: বাংলায় আইন নেই। আইন ভাঙার লোক আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে নাটক করেছেন বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমনাথ হাওড়ার আমতা বিধানসভার অমরাগোড়ী অ্যাথলেটিক ফুটবল মাঠে বি জে পির ঘোষিত কর্মসূচি পরিবর্তন যাত্রার উদ্বোধন করতে এসে একথা জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'বিজেপি কর্মীরা এবার বুঝে নেবেন কে কত মায়ের দুধ খেয়েছে। এবার পাকিস্তানের দিক থেকে আতঙ্কবাদী হামলা হলে এমন জবাব দেওয়া হবে যা দুনিয়া দেখে নেবে। এটি নিছক নির্বাচন নয়, বাংলার মানুষ কে বাঁচানোর লড়াই। আমি হিন্দু মুসলমান রাজনীতি করতে চায়নি। যা মমতা ব্যানার্জি চাইছে।' সিবিআই ইডিকে এত ভয় কিসের, বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলায় দুর্নীতি ও হিংসার বদল চাই। এক দেশ এক আইন নরেন্দ্র মোদী এনেছেন। রাজ্যের ক্ষমতার বদল হলে ডবল ইঞ্জিন সরকার চলবে। ব্যাপক উন্নয়ন হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আপনার মমতা শুধু গুন্ডা,চোরেদের প্রতি। অপরাধীরা ভাবছে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে দিদি আছে। এসব চলবে না। উনি সংবিধান সংকট তৈরি করছেন। বাংলাকে আর্থিক সংকটে ফেলেছেন। এবারের নির্বাচন তাই নিছক নির্বাচন নয়, বাংলা বাঁচানোর লড়াই। উল্লেখ্য এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, প্রণব মুখার্জি বলতেন ওয়ান নেশান ওয়ান ট্যাক্স কংগ্রেস পারেনি। বিজেপি পেরেছে। ভারতবর্ষ কোনও ধর্মশালা নয়। ভুয়ো ভোটার নিয়েও আক্রমণাত্মক ছিলেনশমীকবাবু। উল্লেখ্য এই কর্মসূচির ফলে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা অনেকটাই চাঙ্গা হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দামোদরে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: স্নান করতে গিয়ে নদের জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম দিলীপ বাউরি বয়স ৩৫ সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে অন্ডাল থানার মদনপুর পঞ্চায়েতের দামোদর নদের পুবড়া ঘাটে। মৃত যুবক স্থানীয় বাসকা গোসাইডাঙা এলাকার বাসিন্দা। খবর সূত্রে জানা যায়, এদিন বেলা সাড়ে ১১ টা নাগাদ ওই যুবক স্নান করতে পুবড়া ঘাটে যায়। অসাবধানতাবশত পা হড়কে নদীর জলে তলিয়ে যায় সে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় দিলীপের দেহ নদ থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

মমতাকে কটাক্ষ কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে পরিবর্তন যাত্রা উদ্বোধন। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, 'এই পবিত্র ভূমিতে রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরমের ঋষিবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের বসুর বাংলা আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেব সেই পবিত্র ভূমিতে আজ নারীরা কলঙ্কিত হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বাংলাকে নষ্ট করে দিয়েছেন।' মঞ্চে চার বছরের শিশুকন্যা পিয়ালী গিরিকে ফুল চন্দন মালাবাড়িয়া পুজো করে নারী জাতিকে সম্মানিত করলেন খুঁজিয়ে দিলেন ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখে াপাধ্যায়ের বাংলা ওইখানে সোমবার এসে দেখি সিন্ডিকেট গুন্ডা রাজ চলছে এখানে নারীরা সুরক্ষিত নয় অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মাটি আমাদের ২০২৬ এ বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তন করুন। বেইমান সরকারকে এখান থেকে উৎখাত করব।

বাজারে কৃত্রিম রং-আবির বিক্রির অভিযোগ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রঙের উৎসব মিটে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুদিন তার চিহ্ন থেকে যেত। একটা সময় পর্যন্ত দোল ও হোলিতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক রং ব্যবহার করা হতো। লাল, হলুদ, সবুজ, সোনালি, রুপোলি, নানা ধরনের রং। যদিও গত কয়েক দশকে রাসায়নিক রঙের ব্যবহার অনেকটাই কমেছে। ত্বকের রক্ষায় বেশিরভাগ মানুষ এখন দোল ও হোলিতে ভেষজ আবির ব্যবহার করছেন, যা মূলত তৈরি হয়। ফুলের পাপড়ির মতো বিভিন্ন ভেষজ উপাদান দিয়ে। ফলে ভেষজ আবিরের চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে।

অর্থনীতির নিয়মে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ভেষজ আবিরের দামও বেড়েছে। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী রাসায়নিক আবিরকেই ভেষজ বলে বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীদের একাংশ জানাচ্ছেন, বাজারে এমন কিছু রাসায়নিক আবির এসেছে, যেগুলো দেখতে অনেকটা ভেষজ আবিরের মতোই। ফলে সাধারণ ক্রেতারা না জেনে বুঝেই সেগুলো কিনছেন। এ নিয়ে চিন্তিত পরিবেশকর্মী এবং বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা। শ্রীরামপুরের টিনা বাজারের এক রং ব্যবসায়ীর কথায়, 'কোনটা ভেষজ আর কোনটা রাসায়নিক রং, অনেক সময় সেটা আলাদা করা যাচ্ছে না। এগুলোর দাম কম বলে সাধারণ ক্রেতারা বেশি পছন্দ করেন।' শ্রীরামপুরের বাসিন্দা বলেন, 'এখন আর আমরা রাসায়নিক রং ব্যবহার করি না। তার মধ্যে কেউ যদি রাসায়নিক রংকে ভেষজ বলে চালিয়ে দেয়, সেটা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এটা প্রশাসনের দেখা উচিত।' যদিও শেওড়াফুলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর এলাকার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এখন আর কেউ রাসায়নিক রং কিনতে চায় না। সবাই কমবেশি স্বাস্থ্য সচেতন। সেই কারণে এখন ভেষজ আবির ও রঙের বিক্রি বেশি। তবে রাসায়নিক রং বিক্রি করে যে লাভ হত, সেই লাভ কিন্তু ভেষজ রঙে হয় না।

Walk-in-Interview

will be held on
09.03.2026 at 12.00 noon
at the O/o the DREF,
37, K.B. Sarani, Kolkata-700037
for the selection of one JRF.
For details, please visit the website **www.wbuafscl.ac.in**

MS, Selection Committee

পঞ্জাব নেশনল বৈংক punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেস আহ্বায়ক প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গ্রাম -পো : **স্বরূপপুর**, জেলা মুর্শিদাবাদ,পিন - ৭৪২১৬৬ ঠিকানায় লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট একতলায় অগ্রাধিকার) শাখা অফিসের জন্য দুই ডাক ব্যবস্থায় - টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক অধীনে আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।

লেফাফা নং ১ : (টেকনিক্যাল ডাক) সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল বিবরণ অর্থাৎ বিস্তারিত ঠিকানা, সাইট প্ল্যান, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন , কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণপত্র, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি থাকতে হবে।

লেফাফা নং ২ : (ফিনান্সিয়াল ডাক) বর্গফুট প্রতি হার ভাড়া ইত্যাদি। সম্পূর্ণ যথাযথভাবে স্বাক্ষরকরা প্রস্তাব পৃথক দুটি সিলকরা খামে টেকনিক্যাল বিড এবং ফিনান্সিয়াল বিড শীর্ষাঙ্কিতভাবে উক্ত ঠিকানায় সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৭ দিনের মধ্যে **১৯ মার্চ ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টার পূর্বে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও দালালি / কমিশন দেওয়া হবে না। আমাদের সার্কেল অফিস/ বিও স্বরূপপুর/পিএনবি ওয়েবসাইট **(https://pnbindia.in)** থেকে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক লিজ দলিলের খসড়া ব্যাঙ্ক এর ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে যাতে আগ্রহী মালিকগণ লিজ দলিলের নিয়ম ও শর্তাদি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হতে পারেন।

সার্কেল হেড

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. কমল কুমার সিং ২. শ্রীমতি জানকি দেবী	ক) ১৩,০৫,১৬৫ টাকা লোন এ/সি নং PHR000501324372, ১৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১৫.১০.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১৫.১০.২০২৪ গ) ০২.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ-আই, দেতলায়, দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম দিকে,পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১০০ বর্গফুট কমবেশি, তিন বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, দুই ব্যালকনি উক্ত ভবনে সাধারণভাবে পরিচিত ভূমি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৩১৮, ৩এ এম এম ফিডার রোড,কলকাতা- ৭০০০৫৬, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ৬ কাঠা অবস্থিত মৌজা - অড়িয়াদহ, জেএল নং ১, আরএস নং ১২,তৌজি নং ১৭২৩, খতিয়ান নং ১১৯৪, দাগ নং ৩৪০৪, ৩৪০৬, থানা : বেলঘড়িয়া।

তারিখ : ০৩.০৩.২০২৬ স্বা/-
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী)
একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
এল সি সি ইনফোটেক লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস পি-১৬,সিআইটি রোড, থানা এন্টালি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত -৭০০০১৪ সম্পর্কিত ।
...আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য''** থেকে **''গুজরাত রাজ্যে''** পরিবর্তনের জন্য কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কেম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হাতে হাতে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ এবং স্বার্থের ধরন সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫ (ইমেল : rd.east@mca.gov.in) পাঠাতে পারেন একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে:

এল সি সি ইনফোটেক লিমিটেড
পি- ১৬, সি আই টি রোড, থানা : এন্টালি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত -৭০০০১৪

এল সি সি ইনফোটেক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শ্রীরাম বাগলা
স্থান : কলকাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখ : ০২.০৩.২০২৬ (ডিন : ০১৮৯৫৪৯৯)

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: **www.achiieversfinance.com**

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিতি শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 19/03/2026 তারিখে সকাল 11.45টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামের অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামের অংশগ্রহণ করার জন্য Rs.100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ঠাকুরপুকুর ঃ 7579, 7586, 7671, 7705, 7706. 7707. কাকদ্বীপ ঃ 26012, 26132, 26147, 26178, 26472, 26476, 26596, 26627, 26693, 26695, 26724, 26831, 26838, 26859, 26907, 26913, 26915. বারুইপুর ঃ 4996, 5037, 5092, 5142, 5286, 5289, 5313, 5333, 5336, 5354, 5372, 5373. ক্যানিং ঃ 9686, 10248, 10964, 11154, 11648, 11655, 11667, 12281, 12293, 12299, 12301, 12310, 12313, 12675, 12677, 12709, 12712, 12725. ডায়মন্ডহারবার ঃ 5933, 5947, 6127, 6138, 6160, 6161, 6289, 6312, 6314, 6338, 6349, 6374, 6398. ফুলিয়া ঃ 10362, 10363, 10375, 13512, 14349, 14350, 14364, 14369, 14371, 14377, 14409, 14410, 14411, 14412, 14413, 14414, 14415, 14609, 14612, 14614, 14627, 14635, 14637, 14642, 14643, 14651, 14656, 14657, 14666, 14688, 14689, 14906, 14908, 15083, 15084, 15093, 15095, 15097, 15101, 15103, 15104, 15111, 15112, 15119, 15120, 15121. বারাসাত ঃ 1003, 1005, 1007, 1014, 1023, 1032, 1039, 1046, 1049, 1050, 1051, 1052, 1058, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077. দমদম ঃ 550, 567, 571, 578, 583, 586, 597, 625, 629, 634, 652, 653, 660, 661, 672, 673, 674, 681, 684, 690, 691, 695, 709, 714, 724, 733, 735, 739, 741, 742, 744, 745, 749, 750, 756, 757, 759, 760, 761, 768, 770, 772, 774, 778. চন্দননগর ঃ 278. নয়াপল্লী (ভুবনেশ্বর) ঃ 1371, 1415. কান্তচৌরাহ (জয়পুর) ঃ 793. VKIA (জয়পুর) ঃ 328, 329. চন্দনগর (হায়দ্রাবাদ) ঃ 5. কুকটপল্লি (হায়দ্রাবাদ) ঃ 16.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 26/03/2026 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা **Achiievers Finance India Lmtd**
তারিখ : 03/03/2026 32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08

ফর্ম - সি
(দেউলিয়া ও দেউলিয়াত্ব বিবি, ২০১৯ এর নিয়ম ৬(১) অনুসারে)
সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তি
মি. গোপাল চাঁদ ভুরা (এমএস সিদ্ধি এডিবলস প্রা. লি.-এর ব্যক্তিগত জামিনদার)-এর ঋণদাতাগণের অবগতির জন্য

এতদ্বারা অবগত করা যাচ্ছে যে, National Company Law Tribunal, কলকাতা বেক, সি.পি. (আইবি) /৬৭ (কেবি) ২০২৪ মামলায় ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের আদেশ দ্বারা, Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 এর ধারা ১২৬ অনুসারে, ১০, লর্ড সিনহা রোড, ৫ম তলা, ফ্ল্যাট নং ৫ ডি, কলকাতা ৭০০০৭১ ঠিকানায় বসবাসকারী মি. গোপাল চাঁদ ভুরার বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রক্রিয়া আরম্ভের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

মি. গোপাল চাঁদ ভুরার সকল ঋণদাতাগণকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, তারা তাদের দাবির সমর্থনে প্রমাণপত্রসহ ০৯-০৩-২০২৬ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দেউলিয়া ট্রাস্টির নিকট দাবি দাখিল করবেন।

ঋণদাতাদের দাবি দাখিলের শেষ তারিখ ০৯-০৩-২০২৬। দাবিপত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অথবা স্বহস্তে, নিবন্ধিত ডাক, স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারের মাধ্যমে জমা দেওয়া যেতে পারে।

দেউলিয়া ট্রাস্টির অতিরিক্ত বিবরণঃ
শ্রীমতী দীপা আগরওয়াল
দেউলিয়া পেশাজীবী ও দেউলিয়া ট্রাস্টি
আইবিবিআই নিবন্ধন নং. IBBI/IPA-002/IP-N01315/2025-2026/14539
ঠিকানাঃ
৪৯৩ /বি, জি.টি. রোড,
রাঘব রেসিডেন্সি, ব্লক-৩, ফ্ল্যাট-৪এফ,
শ্রী জৈন হাসপাতালের নিকট,
কলকাতা ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ
যোগাযোগঃ ৯৬৭৪৭৭১৩০৭
ইমেলঃ **deepaagarwal.deepa@gmail.com**

বিঃদ্রঃ প্রমাণসহ মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবি দাখিল করলে, Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইনের বিধান অনুসারে শাস্তি বা কারাদণ্ড হতে পারে।

তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৬
স্থানঃ হাওড়া

(দীপা আগরওয়াল)
আইবিবিআই /আইপিএ-০০২ / আইপি-এন০১৩১৫ /২০২৫-২০২৬/১৪৫০৯

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L70109WB1947PLC015087
রেজি. অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৫ তম তল, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর সংশোধিত বিধি ২০ এবং ২২ এবং সেবি (এলওডিআর) বিধি ২০১৫ এর বিধি ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে পঠিত হয়, কোম্পানি ২৬.০২.২০২৬ তারিখের কোম্পানির পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে (''নোটিশ'') উল্লিখিত রেজোলিউশনের জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান (''ই-ভোটিং'') সহ ডাক ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের অনুমোদন কামনা করছে।

নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি ০২.০৩.২০২৬ তারিখে সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.bengalsteel.co.in, এনএসডিএল অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com এবং বিএসই অর্থাৎ www.bseindia.com এ পাওয়া যাচ্ছে। যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে চিঠি লিখতে পারেন অথবা bengalsteel@bengalsteel.co.in এ ইমেল পাঠাতে পারেন এর প্রতিলিপি পেতে।

২৭.০২.২০২৬ তারিখে (''কাট-অফ ডেট'') সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের উপর ভোটাধিকার গণনা করা হবে এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং বা পোস্টাল ব্যালট ফর্মের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। ভোটদানের সময়কাল ০৩.০৩.২০২৬, সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ০১.০৪.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এর পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একইভাবে, এই তারিখ এবং সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও পোস্টাল ব্যালট ফর্ম অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। পোস্টাল ব্যালট ফর্মের মাধ্যমে ই-ভোটিং বা ভোটদানের বিস্তারিত পদ্ধতি নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে ০২২ ৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in ই-মেইল আইডিতে এবং কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে সচিবালয় বিভাগে ডাকযোগে ব্যালটের জন্য অথবা ০৩৩ ৪০৫২-৬০০০ ফোন নম্বরে অথবা bengalsteel@bengalsteel.co.in ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন।

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্থান : কলকাতা **নেহা মেহরা**
তারিখ : ০২.০৩.২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN : L51109WB1981PLC034037
রেজি. অফিস গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৫ তম তল, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর সংশোধিত বিধি ২০ এবং ২২ এবং সেবি (এলওডিআর) বিধি ২০১৫ এর বিধি ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে পঠিত হয়, কোম্পানি ২৬.০২.২০২৬ তারিখের কোম্পানির পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে (''বিজ্ঞপ্তি'') উল্লেখিত রেজোলিউশনের জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান (''ই-ভোটিং'') সহ সদস্যদের ডাক ব্যালটের মাধ্যমে অনুমোদন চায়। নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি ০২.০৩.২০২৬ তারিখে সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.asutosh.co.in, এনএসডিএল অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com এবং বিএসই অর্থাৎ www.bseindia.com এ পাওয়া যাচ্ছে। যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে চিঠি লিখতে পারেন অথবা asutosh@asutosh.co.in এ ইমেল পাঠাতে পারেন এর প্রতিলিপি পেতে।

২৭.০২.২০২৬ তারিখে (''কাট-অফ ডেট'') সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের উপর ভোটাধিকার গণনা করা হবে এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং বা পোস্টাল ব্যালট ফর্মের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। ভোটদানের সময়কাল ০৩.০৩.২০২৬, সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ০১.০৪.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এর পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একইভাবে, এই তারিখ এবং সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও পোস্টাল ব্যালট ফর্ম অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। পোস্টাল ব্যালট ফর্মের মাধ্যমে ই-ভোটিং বা ভোটদানের বিস্তারিত পদ্ধতি নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে ০২২ ৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in ই-মেইল আইডিতে এবং কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে সচিবালয় বিভাগে ডাকযোগে ব্যালটের জন্য অথবা ০৩৩ ৪০৫২-৬০০০ ফোন নম্বরে অথবা asutosh@asutosh.co.in ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন।

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের পক্ষে
স্থান : কলকাতা **নারায়ণ বাহেতি**
তারিখ : ০২.০৩.২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

এসবিআই হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ২য় ফ্লোর, কামালগাজী মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
কলকাতা-৭০০১০৩, ই-মেইল: sbi.64202@sbi.co.in

পাবলিক নোটিশ

মূল বিক্রয় দলিল হারানো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, **শ্রী স্বপন দেবনাথ,** পিতা- মোহিনী মোহন দেবনাথ এবং কৃষ্ণা দেবনাথ, স্বামী- শ্রী স্বপন দেবনাথ, **উভয়ই মাদারাট স্টেশন রোড, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১৪৪ ঠিকানার বাসিন্দা এবং হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪২২২৩৭৯৩৯৪৬-এর গ্রহীতা;** তাঁদের নামে নথিভুক্ত ২০২২ সালের একটি মূল টাইটেল ডিড বা দলিল নং ১৬১১০৩২৬০ **এসবিআই এইচএলসি,** বারুইপুর-এ আমাদের হেফাজত থেকে ভুলবশত হারিয়ে গিয়েছে বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিক্রয় দলিলের বিবরণ নিম্নরূপ- মূল দলিল নং ১৬১১০৩২৬০, নিবন্ধিত সিডি ভলিউম নং ১৬১১-২০২২, পৃষ্ঠা ৯০৪০৭ থেকে ৯০৪৪১, যা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এ.ডি.এস.আর. বারুইপুর অফিসে নিবন্ধিত। উক্ত দলিলটি বারুইপুর পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত মাদারাট মেইন রোডের ৫৩ নং হোল্ডিং-এ অবস্থিত মৌজা- বারুইপুর, জে.এল. নং ৩১, সাবেক খতিয়ান নং ১৭৩৬, হাল খতিয়ান নং ৫৬০৭, সাবেক ও হাল দাগ নং ১১৪৪-এর অন্তর্ভুক্ত আনুমানিক ৬.৫ ডেসিমেল জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র আবাসিক ফ্ল্যাট সংক্রান্ত। ফ্ল্যাটটি ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭৯৩ বর্গফুট এবং বিল্ট আপ এরিয়া ৬৩৪ বর্গফুট; যাতে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম লিভিং রুম, ১টি টয়লেট, ১টি রান্নাঘর, ১টি বারান্দা এবং ১টি ডাব্লিউ.সি রয়েছে। এটি এ.ডি.এস.আর.ও. বারুইপুর এবং মেদানমল্ল থানার এক্তিয়ারভুক্ত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো: উত্তর:** ২৬ ফুট চওড়া মাদারাট পিডাব্লিউডি রাস্তা, **দক্ষিণ:** শ্রী বিষ্টু সর্দারের বাড়ি, **পূর্ব:** ক্ষমা দি-র বাড়ি, **পশ্চিম:** শ্রী চিন্ত পালের বাড়ি। উপরোক্ত মূল বিক্রয় দলিল হারানোর বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে নরেন্দ্রপুর থানায় ২০.০২.২০২৬ তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরি জিডিই নং ১৮৪৮ নথিভুক্ত করেছি। যদি কেউ উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে **এসবিআই এইচএলসি, বারুইপুর**-এ জানান।

তারিখ: ০৩.০৩.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
এসবিআই এইচএলসি, বারুইপুর

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড
CIN : L27120WB1947PLC015767
রেজি. অফিস - গদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৫তম তল, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যগণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি কিছু থাকে, তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ অধীনে সংশোধিত মতে ২০১৫ সালের সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৪ অধীনে এবং প্রযোজ্য আইন অধীনে কোম্পানি কোম্পানির পোস্টাল ব্যালট নোটিশে তারিখ ২৬.০২.২০২৬ (নোটিশ) উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (ই-ভোটিং) ভোট দান সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে অনুমোদনের আহ্বান করছে।

নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম মেল করা হয়েছে ০২.০৩.২০২৬ তারিখে সদস্যগণের নথিভুক্ত মেল ঠিকানায় যাদের মেল ঠিকানা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hul.net.in এবং এনএসডিএল www.evoting.nsdl.com এবং বিএসই www.bseindia.com ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। যেসকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ই-মেল kkg@hul.net.in পাঠিয়ে বিকল্প পেতে পারেন।

২৭.০২.২০২৬ (কাট অফ ডেট) অনুযায়ী সদস্যগণের নামে নথিভুক্ত শেয়ারের অনুপাতে ভোটাধিকার স্বীকৃত হবে এবং এমন সদস্যগণ ই-ভোটিং বা পোস্টাল ব্যালট মারফত ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ভোটাধিকার সময় শুরু হবে ০৩.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ৯ টায় এবং শেষ হবে ০১.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টায়, পরবর্তীতে কোনও ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একইভাবে কোনও পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং সময়ের পর গৃহীত হলে তা অবৈধ গণ্য হবে। ই-ভোটিং এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম মারফত ভোটাধিকার এর বিস্তারিত প্রক্রিয়া নোটিশে উল্লিখিত।

ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকলে সদস্যগণ এনএসডিএল ই-ভোটিং টিম এর সহিত ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা ই-মেল আইডি evoting@nsdl.co.in পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সেক্রেটারিয়েল ডিপার্টমেন্ট বা ফোন নং ০৩৩ ৪০৫২ ৬০০০ বা ই-মেল আইডি : kkg@hul.net.in মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেডের পক্ষে
স্থান : কলকাতা **শিখা বাজাজ**
তারিখ : ০২.০৩.২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

AXIS FINANCE

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল)** এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের এবং ধারাম ১৩ (১২) অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে ইস্যুকৃত **২৬ নভেম্বর ২০২৫** তারিখে দাবি নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এর প্রতি **১) অমিত গুপ্তা,** ফ্ল্যাট নং ১৩সি, বেঙ্গল মার্লিন হাউসিং, টি-২ ৪ মহিষবাথান, নিউ টাউন বিধাননগর পুরসভা, কলকাতা- ৭০০১৫৬ এবং ২) পুষ্প গুপ্তা টি-১, এফ-৩সি, পানাচে মহিষবাথান, এমবি- ব্লক, সল্ট লেক সেক্টর ৫, বিধাননগর পুরসভা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১০২ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন আরও বিস্তারিতভাবে সম্পত্তির বিবরণ নিম্নোক্ত মতে নোটিশে উল্লিখিত **আইএনআর ১,০১,৩৮,০৮৮ টাকা (এক কোটি এক লাখ আটত্রিশ হাজার অষ্টআশি টাকা)** ৫ নভেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া পরবর্তী সুদ চুক্তি ভিত্তিক হারে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের অনুরোধ করা হয়েছে দাবি নোটিশে।

ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সন্নিষ্ট আইন এর ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ অধীনে **২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ কে বিশেষ ভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেনে না করেন কোনওরমক লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের বকেয়া পরিমাণ **আইএনআর ১,০১,৩৮,০৮৮ টাকা (এক কোটি এক লাখ আটত্রিশ হাজার অষ্টআশি টাকা)** ৫ নভেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া পরবর্তী সুদ চুক্তি ভিত্তিক হারে পরিশোধ না হওয়া সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ কে অবগত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (১৩) এবং উপ ধারা (৮) অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং ১৩সি, পরিমাপ আনুমানিক ১১৭৭ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া এবং এক উইটিলিটি রুম পরিমাপ আনুমানিক ৯৩ বর্গফুট পরিমাপ আনুমানিক ১৩২৭ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া) ১৪তম তল, ব্লক ২ এক খোলা কার পার্কিং স্পেস নং ৫১ একতলায় এবং অন্য একটি বন্টিত ঢাকা (দায়মুক্ত) কার পার্কিং স্পেস নং ৮৮ একতলায় কমপ্লেক্সের নাম এবং পরিচিত মার্লিন ৫ম এভিনিউ (মার্লিন ইন্সপায়ার) নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ ৩৯৭ ডেসিমেল অংশ আরএস/১. আর দাগ নং ৫০১, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২০/৫৭২, ৫২০/৫৭৩, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১ এবং ৫৩২/৫৯৮, আরএস/হাল এলআর খতিয়ান নং ১২২০, প্রেমিসেস নং ০০৪। মৌজা : মহিষবাথান, থানা : বিধাননগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৮ বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, পিন কোড - ৭০০১০২। প্লট/ভবনের চৌহদ্দি : পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া চলার পথ। উত্তরে : বীণা শর্মা এর ভবন। দক্ষিণে : সাধারণ সম্পত্তি।

তারিখ : ২৭.০২.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা এক্সিস ফিনান্স লি.

ফর্ম জি (পদ্ধতি ২)
রামকৃষ্ণ টাউনশিপস অ্যান্ড প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান বিজয়ওয়াড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ-এ ''নির্মাণকার্য'' পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সেন হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড** PAN: AAHCS3224L CIN: U67120WB1996PTC077312
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৮৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৪
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	httos://shol.stellarinsolvency.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	আরপি নিকট স্থায়ী সম্পদের কোনও বিস্তারিত তথ্য নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	এফওয়াই ২০১৬-১৭ নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী কার্যাদি থেকে রাজস্ব ৬,৪৫,৫০০.০০ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	জানা নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	এফওয়াই ২০১৬-১৭ এর নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য প্রাপ্ত। এই আর্থিক তথ্যাদি বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ, আরপি senholdings.siol@gmail.com নিকট ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	আরপি senholdings.siol@gmail.com নিকট ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	মঙ্গলবার ১০ মার্চ ২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	সোমবার ১৬ মার্চ ২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	শনিবার ২১ মার্চ ২০২৬
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	বৃহস্পতিবার ২৬ মার্চ ২০২৬
১৪	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	বৃহস্পতিবার ৩০ এপ্রিল ২০২৬
১৬	আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	senholdings.siol@gmail.com
১৭	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	জানা নেই

শ্রী অনুপ কুমার সিং প্রস্তাব পেশাদার সেন হোল্ডিংস প্রা. লি. IBB1/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322 - AFA বৈধ ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত
স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
তারিখ এবং স্থান : ৩ মার্চ, ২০২৬, কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-১৯
নোটিশ
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২২ অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৫) অনুসারে, কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং III, F/16, অ্যাকশন এরিয়া -IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ এবং/বা সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (CRC), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (IICA), প্লট নং ৬,৭ এবং ৮, সেক্টর-৫, IMT মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫২-এর রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে যাতে সৃজন চ্যারিটেবল অ্যাসোসিয়েশন (CIN : U74900WB2016NPL209508) একটি সীমিত কোম্পানিকে ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীনে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য লাইসেন্স দেওয়া যেতে পারে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ অনুসারে, 'লিমিটেড' বা ক্ষেত্রমত, 'প্রাইভেট লিমিটেড' শব্দটি যুক্ত না করে।

২. কোম্পানির মূল লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ :
(ক) পশ্চিমবঙ্গ এবং বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে রিয়েল এস্টেট বাজারে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, পরিষেবা খাত এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের বৃদ্ধি এবং বিকাশকে উৎসাহিত, সহায়তা এবং বাড়ানোর ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা।
(খ) রিয়েল এস্টেট বা সংশ্লিষ্ট ব্যবসা, বাণিজ্য, এবং শিল্প বা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অগ্রগতি এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐক্য, সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে উৎসাহিত করা এবং লালন-পালন করা।
(গ) শিক্ষাগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠা, প্রচার, সহায়তা, প্রচার, উন্নতি, পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে দান এবং দরিদ্র ও নিপীড়িতদের চিকিৎসা ত্রাণ প্রদান এবং জনসাধারণের উপযোগী এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য অন্য যে কোনও দাতব্য ও উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যের অগ্রগতি।
(ঘ) বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, শিক্ষা, গবেষণা, সমাজকল্যাণ, ধর্ম, দান, পরিবেশ সুরক্ষা বা এই জাতীয় অন্য কোনও উদ্দেশ্যের প্রচার এবং এর লাভ, যদি থাকে বা অন্য কোনও আয় এর উদ্দেশ্যের প্রচারে ব্যয় করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ৩৬/১এ, এলগিন রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় দেখা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরোধিতাকারী যেকোনো ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি, কর্পোরেশন বা সংস্থা কর্পোরেট, কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং III, F/16, অ্যাকশন এরিয়া -IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ এবং/বা সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (CRC), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (IICA), প্লট নং ৬,৭ এবং ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং III– F/16, অ্যাকশন এরিয়া -IIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ এবং/বা সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (CRC), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (IICA), প্লট নং ৬,৭ এবং ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০ -এর রেজিস্ট্রারের কাছে এই আপত্তি জানাতে পারবেন যার একটি কপি আবেদনকারীর কাছে ৩৬/১এ, এলগিন রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় পাঠানো হবে।

আবেদনকারীর নাম (গুলি)
সৃজন চ্যারিটেবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে
১. রাম নরেশ আগরওয়াল
তারিখ : ০৩ মার্চ ২০২৬ **২. বিনোদ কুমার আগরওয়াল**

তালিকায় বিপুল নাম বাদ, দুশ্চিন্তায় শতাধিক ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশিত হয়েছে এসআইআর পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। আর তাতেই পুরাতন মালদা পুরসভার তিনটি ওয়ার্ডের বিপুল সংখ্যক ভোটারদের নাম কোথাও বাদ গিয়েছে, আবার কোথাও বিচারাধীন রয়েছে। আর এতেই নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট ওইসব ওয়ার্ডের শতাধিক ভোটারদের মধ্যে। আগামীতে তারা কী করবেন, তা নিয়েও দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা পুরসভার ২, ৭ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাদ যাওয়া ভোটাররা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন। ইতিমধ্যে নিজেদের নথি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের বাড়ি ভিড় জমাচ্ছেন তাঁরা। ভোটার লিস্ট থেকে যেমন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মোট ৭১৮ জন ভোটার নাম বাদ গিয়েছে। ঠিক তেমনি ৪০৮ জন বিচারাধীন রয়েছে। ২ নম্বর ওয়ার্ডের ৫৫০ জন ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে। ১০০ জন বিচারাধীন হিসাবে চূড়ান্ত তালিকায় রয়েছে।

অন্যদিকে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ৫০৪ জন ডিলিট এবং ৩৬ জন বিচারাধীন রয়েছে। নাম বাদ যাও ভোটারদের সরাসরি অভিযোগের আঙ্গুল বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের দিকে। নাম বাদ যাওয়া ভোটাররা জানিয়েছেন, তারা চক্রান্তের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি তথা ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদার জানিয়েছেন, মানুষকে এভাবে হয়রানি করার যোগ্য জবাব পাবে বিজেপি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ওদের বুঝিয়ে দিবে রাজ্যের মানুষ।

বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় জানিয়েছেন, তৃণমূল কিছু না-জেনে বুঝেই ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন ঘিরে চাপা উত্তেজনা, আরামবাগে জোরদার রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে কার্যত টানটান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আরামবাগ মহকুমায়। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক চাপানউতোর, পালটা অভিযোগ ও কর্মী সমর্থকদের সক্রিয়তা। এই প্রেক্ষাপটে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জোরদার করতে সোমবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোরদার রুটমার্চ অনুষ্ঠিত হয়।শহরের প্রধান সড়ক, জনবহুল বাজার এলাকা, সংবেদনশীল বুথ চত্বর এবং পূর্বে উত্তেজনা-প্রবণ অঞ্চলগুলিতে কড়া নজরদারি চালানো হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বুটের শব্দে এদিন কার্যত মুখর হয়ে ওঠে গোটা শহর। বাহিনীর সশস্ত্র উপস্থিতি স্পষ্ট বার্তা দেয়, যে কোনও অশান্তি বা আইনভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর অবস্থান নেবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সভা-মিছিল ঘিরে বাগ্‌যুদ্ধ এবং পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়েছিল। যদিও বড় ধরনের অশান্তির ঘটনা ঘটেনি, তবুও সম্ভাব্য অস্থিরতা এড়াতেই আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রুটমার্চে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী এবং আইসি রাকেশ সিং। তাঁরা বাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন।

পুলিশ আধিকারিকরা স্পষ্ট ভাবে জানান, গুজব বা উস্কানিমূলক প্রচারে কান না দিয়ে যে কোনও সন্দেহজনক ঘটনার খবর দ্রুত প্রশাসনকে জানাতে হবে। এদিন রুটমার্চ চলাকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও একপ্রকার চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দলের পতাকা ও দেওয়াল লিখনের পাশে দিয়ে যখন কেন্দ্রীয় বাহিনী অগ্রসর হয়, তখন অনেকেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ রাখতে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আরও রুটমার্চ, নাকা চেকিং এবং রাত্রিকালীন টহলদারি বাড়ানো হবে। সংবেদনশীল বুথগুলিতে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

শহরের একাংশ বাসিন্দার মতে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবেশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি অনেকটাই আস্থা জোগাচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, 'ভোট যেন শান্তিপূর্ণ হয়, সেটাই আমরা চাই। বাহিনী থাকলে অন্তত অশান্তির আশঙ্কা কম থাকে।' সবমিলিয়ে, রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে আরামবাগে প্রশাসনের তৎপরতা এখন স্পষ্ট। রুটমার্চের মাধ্যমে প্রশাসন একদিকে যেমন আইনশৃঙ্খলার বার্তা দিল, তেমনই ভোটকে ঘিরে যে কোনও অশান্তির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির ইঙ্গিতও তুলে ধরল। নির্বাচন যত এগোবে, ততই নজরদারি ও সতর্কতা আরও বাড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বেঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI *Relationship beyond banking*

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **২৪.০৩.২০২৬** (শেষ কর্মদিবস) এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **২৫.০৩.২০২৬ তারিখের সকাল ১০.০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২০০৭৭৬১০০০০৭৫৪ এবং আসানসোল শাখা	শেখর সেনগুপ্ত	পিতা- অজয় সেনগুপ্ত, ঠিকানা- ৯৬ এমই ব্লক কন্যাপুর, বর্ধমান, আসানসোল -৭১৩৩৪১	২৮.৮৪ গ্রাম
৪২০০৭৭৬১০০০০৯৭৬ এবং আসানসোল শাখা	সুভাষ মোদী	পিতা- রাম চন্দ্র মোদী, নবঘণ্টি, কীর্তন মাঠ, বার্নপুর ভিটিসি আসানসোল, পোঃ- বার্নপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩২৫	৯.০০ গ্রাম
৩৯০৩৭৭৬১০০০১৭৬৯ এবং পুচড়া শাখা	পরমা রুইদাস	নতুনগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান।	১১.৭০ গ্রাম

তারিখ: ০২.০৩.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভোটের ডিউটিতে এসে মৃত্যু সিআরপিএফ সাব-ইন্সপেক্টরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের ডিউটি করতে এসে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হয় সিআরপিএফের এক সাব-ইন্সপেক্টরের। মৃতের নাম নগেন্দ্র সিং। তিনি সিআরপিএফের ২১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন এবং তাঁর বাড়ি বিহারের বৈশালী জেলার সরাই থানার কাউয়ামোহন এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, রবিবার বিকেলে বিহারের জামুই থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি কোম্পানি পূর্ব বর্ধমান জেলায় পৌঁছয়। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো বর্ধমানেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বাহিনীর সদস্যদের বর্ধমানের গোদা এলাকায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেই দলেরই সদস্য ছিলেন নগেন্দ্র সিং।

সহকর্মীদের বক্তব্য অনুযায়ী, রবিবার বিকেলে পৌঁছনোর পর সবাই গাড়ি থেকে নেমে জিনিসপত্র গুছিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎই নগেন্দ্র সিং পিঠে তীব্র যন্ত্রণার কথা জানান। প্রথমে বিষয়টি সামান্য শারীরিক অস্বস্তি বলে মনে হলেও ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থা অবনতি হতে থাকে। পরিস্থিতি গুরুতর বুঝে সহকর্মীরা রাত প্রায় ৯টা নাগাদ তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। কর্তব্যরত অবস্থায় এহেন আকস্মিক মৃত্যুতে বাহিনী ও প্রশাসনিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হলে সোমবার পরিবারের সদস্যরা বর্ধমান এসে পৌঁছন। তাঁর সহকর্মীরা চোখে জল নিয়েও কর্মে অবিচল।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: সোমবার সাতসকালে বুদবুদের রণডিহা এলাকায় সেচ খালের জল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এলাকার বাসিন্দারা জলের মধ্যে মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হলে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ শনাক্ত করে। মৃতের নাম সঞ্জয় বাগদি, বয়স ৩২বছর। বুদবুদের শালডাঙার বাসিন্দা। মৃতের দাদা জানিয়েছেন, সঞ্জয় বাগদি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। নিত্যদিন তিনি প্রচন্ড পরিমাণে মদ্যপান করতেন। শুক্রবার নেশার ঘোরে রণডিহা গ্রামে ঢোকার মুখে সেচখালের লক গেটের ওপর থেকে জলে পড়ে যায়। স্থানীয়রা বহু খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁর সন্ধান পাননি। সোমবার সকালে স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সঞ্জয়ের মৃতদেহ দেখতে পায় পরিবার।

সন্দেশখালি কেন্দ্রে ২০ হাজার ভোটে বিজেপি জিতবে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: শেখ শাহজাহান বিচারাধীন, রেহাই নেই। শুভেন্দুর গলায় শাহজাহানকে নিয়ে জেলে পচিয়ে রাখব বলে নিদান। ২০২৬-এ সন্দেশখালি বিধানসভা ২০, হাজার ভোটে জিতবে বিজেপি বলে দাবি শুভেন্দুর। উত্তর ২৪ জেলার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালিতে পরিবর্তন যাত্রা এসে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'শেখ শাহাজান আমাকে বলেছিল চামড়া গুটিয়ে নেবে। আমিও দেখিয়ে দিয়েছি শাহাজানকে কী ভাবে জেলে রেখে পচাতে হয়। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বসিরহাট সন্দেশখালিতে ২৫ টা পার্ট করেছি। লোকসভায় হেরেছি অথচ বিধানসভায় ৭১০০ ভোটে এগিয়ে আছি। দেখবেন আগামী ছাব্বিশে বিধানসভায় ২০ হাজার ভোটে বিজেপি জিতবে, আপনারা লিখে রাখুন। কিন্তু বাকি ৬ টি বিধানসভার কথা একবারও উল্লেখ করলেন না। আমাকে শেখ শাহাজান হুমকি দিয়েছিল ওর বাড়ির সামনে দিয়ে মিষ্টি খেয়ে এসেছি। ২০২৪ সাল থেকে শেখ শাহাজান রেশন দুর্নীতির মামলায় বিচারাধীন ও জেলবন্দি রয়েছে, আরও থাকবে।'

SBI **এসবিআই এসএমই সেন্টার হাওড়া (১৫৭৪৯)**
১০৬, কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড, গ্যাঙ্গেস গার্ডেন কমপ্লেক্স
এ-১ বিল্ডিং, প্রথম ফ্লোর, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২
ই-মেইল: sbi.15749@sbi.co.in

গাড়ীর অকশন

অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ: মোবাইল : ৯৬৭৪৭১৯৬০২, ই-মেইল: sbi.15749@sbi.co.in

ব্যাঙ্কের কাছে দায়ের অধীনে থাকা বাজেয়াপ্ত বাণিজ্যিক গাড়ি/যানবাহন **১০.০৩.২০২৬ (মঙ্গলবার)** উন্মুক্ত অকশনে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত অকশন **দুপুর ৩.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ টের মধ্যে এসবিআই এসএমই সেন্টার হাওড়া, ১০৬, কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড, গ্যাঙ্গেস গার্ডেন কমপ্লেক্স, এ-১ বিল্ডিং, প্রথম ফ্লোর, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২** ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। **যোগাযোগ নম্বর- ৯৬৭৪৭১৯৬০২।**

ক্র. নং.	গাড়ীর বিবরণ	গাড়ীর পরিদর্শনের তারিখ, সময় ও স্থান	নির্মাণ বর্ষ	বিড বৃদ্ধির পরিমান (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	**প্রস্তুতকারক এবং মডেল :** হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড, এক্সেন্ট সিআরডিআই প্রাইম টি+ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB11D6541, **চেসিস নং:** MALA741DLHM291066, **ইঞ্জিন নং:** D3FAHM444582 **মালিকের নাম: মহঃ শরীফ**	**০৫.০৩.২০২৬ (বৃহস্পতিবার), সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টার মধ্যে। বেঙ্গল পার্কিং** (দত্তপুকুর কলকাতা-৭০০১২৫)	২০১৮	১,০০০.০০ টাকা	৬৫,০০০.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

দ্রষ্টব্য: এই মূল্যসমূহের সাথে প্রযোজ্য হারে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
গাড়ীটি **'যেখানে যেমন আছে'** এবং **'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
ক) আগ্রহী ক্রেতাদের নির্ধারিত ফর্মে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে এবং সাথে সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০% **(ইএমডি ৬,৫০০.০০ টাকা)** শুধুমাত্র **'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'-এর অনুকূলে এসবিআই ব্যাঙ্ক ড্রাফট / এসবিআই ব্যাঙ্কার্স চেক / চেকের মাধ্যমে ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.০০টের মধ্যে** জমা দিতে হবে। কোনো নগদ অর্থ বা অন্য কোনো ব্যাঙ্কের চেক গ্রহণ করা হবে না। সম্পূর্ণ **'বিড রাশি'** প্রদানের পর ব্যাঙ্ক থেকে **'বিক্রয় শংসাপত্র'** ইস্যু করার সময় মূল নথিসহ কেওয়াইসি নথির অনুলিপি (পরিচয়পত্র এবং ঠিকানার প্রমাণ উভয়ই) **'বিড আবেদনপত্র'**-এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দেওয়া কোনো বিড বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
গ) ১. ঙ্কের পক্ষ থেকে **১০.০৩.২০২৬** তারিখে ব্যা ঘোষিত সফল বিডকারীকে ক্রয় মূল্য নিশ্চিত করার জন্য ওই একই দিনে চূড়ান্ত বিড রাশির ২৫% জমা দিতে হবে।
২. অবশিষ্ট রাশি **২০.০৩.২০২৬** তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।
৩. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ/বিবিধ বকেয়া যেমন রোড ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স এবং নাম পরিবর্তন ইত্যাদি (যদি থাকে) ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
ঘ) কোনো কারণ না দর্শিয়ে যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা বিক্রয় স্থগিত/বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
ঙ) গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন করা বিডকারীর দায়িত্ব। বিড রাশির সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ী এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হস্তান্তর করবে। বিডকারীর নামে গাড়ীর চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে **'এসবিআই, এসএমই সেন্টার, হাওড়া, গ্যাঙ্গেস গার্ডেন'** কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

তারিখ: ০৩.০৩.২০২৬
স্থান: হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার,
এসবিআই, এসএমই সেন্টার, হাওড়া

সুপ্রিম কোর্টে মমতার সওয়ালে এত নাম তালিকায় বিচারাধীন: রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পাণ্ডুয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রোগীদের জন্য বিশেষ রুম ও অ্যাম্বুল্যান্স ওয়েটিং সেটের উদ্বোধন করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে এসআইআরের তালিকা নিয়ে মুখ খোলেন রচনা। এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার জন্য এখনও পর্যন্ত এত মানুষের নাম তালিকায় বিচারাধীন। তেমনই দাবি করলেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তালিকায় নাম বাদ প্রসঙ্গে রচনা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এর জন্যই লড়াই করেছেন। তিনি লড়াই করেছেন বলেই এখনও ওয়েটিং লিস্টে অনেক নাম রয়েছে। আমরা অপেক্ষায় রয়েছি, আগামী দিনে এখান থেকে অনেকের নাম বার করে আনতে পারব।' তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপি অনেকরকমভাবে চেষ্টা করছি, তৃণমূল কংগ্রেসের হাত-পা ডানা কাটার। আমরা সব রকম ভাবে চেষ্টা করছি লড়াই করার। আগামী দিনে লড়াইয়ের জোরদার হবে। দিদি আদালতে গিয়ে লড়াই করছেন যাতে বৈধ ভোটারের নাম বাদ না পড়ে। এই লড়াই আমরা সবাই সামিল হয়েছি।' বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, এইভাবে কি বাংলার মানুষের মন বদলানো যাবে?

ইরানের সঙ্গে ইসরাইলের যুদ্ধ প্রসঙ্গে রচনা বলেন, 'এটা খুব দুঃখের বিষয়। দুবাইয়ের ওপর মিসাইল হানা হচ্ছে। অনেক মানুষ আটকে রয়েছে। সকলে দেশে ফিরে আসুক সুস্থ ভাবে, সেটাই চাই।'

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
আইডিবিআই হাউস ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (+ ৯১ ৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪
CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার স্বত্ব দখল অনুমোদিত ব্যক্তিরা নিয়েছেন। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফিসার, সুরক্ষিত পাওনাদার, ১৯.০৩.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.-এর পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য।
১৯.০৩.২০২৬ (১৫ দিনের নোটিশ) তারিখে নিলামকৃত সম্পত্তির বিবরণ :

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ) এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক/টেন্ডার বর্ধিতকরণ পরিমাণ
মেদিনীপুর	**মেসার্স সঙ্গীতা মেডিকেল স্টোর্স, ঋণগ্রহীতা : সঙ্গীতা মাইতি (হাজরা) (স্বত্বাধিকারী)** এবং আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত জামিনদাতা/সহ ঋণগ্রহীতা **প্রয়াত শ্রী দিলীপ হাজরা,** নাম **সঙ্গীতা মাইতি হাজরা** এবং **মঙ্গল হাজরা। অ্যাকাউন্ট নং : ০৪২০৬৫১১০০০০৭৫৩৫।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা : মেদিনীপুর, মৌজা - কোরানীটোলা, জেএল নং ১৭১, মেদিনীপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ২২, এলাার খতিয়ান নং ২৬৮, সংশোধিত এলআর খতিয়ান নং ১৩০৪,আরএস এবং এলএল প্লট নং ২৯৩/৬০৫, এরিয়া : ০.০০৮৫ একর।	ক) ৩০.০৬.২০২৫ খ) ২৪.০৯.২০২৫ গ) ৭২,৫১,৬১৯.৬৪ টাকা (বাহাত্তর লাখ একান্ন হাজার ছশো উনিশ টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা) ১০ মে ২০২৫ অনুযায়ী	ক) ৫১,৮৩,৭৮৮ টাকা খ) ৫,১৮,৩৭৮ টাকা গ) ২৫,০০০ টাকা

দরপত্রের নথিতে উল্লেখিত শর্তাবলীর সারাংশ

১. নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিআইওএস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াডালা পূর্ব, মুম্বাই - ৪০০০৩৭-এ অবস্থিতএর মাধ্যমে https//baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে বিক্রয় করা হবে।
২. দরপত্রের নথি কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, আঞ্চলিক অফিস দুর্গাপুর, ইউসিপি-০১, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী ফেজ-বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬ কর্মদিবসে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা) ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং https//baanknet.com/ থেকে ০৫-০৩-২০২৬ থেকে ১৮-০৩-২০২৬ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
৩. সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, উপরোক্ত সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেসি আইন ২০০২ অনুসারে ৮(৬) বিধি অনুসারে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য একটি বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
৫. আরও বিশদ বিবরণ ব্যাংকের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] এ রয়েছে এবং অথবা উপরে উল্লিখিত ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে হোস্ট করা বিড ডকুমেন্টটিও দেখুন।
৬. অনুমোদিত কর্মকর্তা কারণ (গুলি) উল্লেখ না করে যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	১৮ মার্চ ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় :	৬ মার্চ ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় :	১৯ মার্চ ২০২৬ বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https//baanknet.com/ এবং https//www.idbibank.in প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ০২.০৩.২০২৬ স্থান : কলকাতা

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI **শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা (০৫১৭১)**
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/অংশীদার/ জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	মোট বকেয়া (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রী সঞ্জয় ভুঁইমালি (সহ ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী মরিরাম ভুঁইমালি, ঠিকানা :** কারকারিয়া (পি), বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩১২৩৩, আরও ঠিকানা : ভুঁইমালি, গ্রাম উপলাই, পো ঝিকারহাটি, থানা খারগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৬৮। শ্রীমতি মালতি ভুঁইমালি (আইনি উত্তরাধিকারী) স্বামী প্রয়াত প্রভাত ভুঁইমালি, ঠিকানা : (প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েথ কর্মী, এরোয়ালি গ্রাম পঞ্জায়েত), গ্রাম উপলাই, পো : ঝিকারহাটি, থানা : খারগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৬৮। **অ্যাকাউন্ট নং ৩৫৬০৫০৭২৪৭০ (এইচবিএল), ৩৯৬৩৫৪৮৬০২৪(এক্সপ্রেস ক্রেডিট), ৩৯৬৪৫৪৮৫৫৫২ (এইচবিএল টপআপ), শাখার নাম : এসবিআই, নগর শাখা।**	**অংশ -১ দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত। অংশ -২। স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক **৪.৫০ ডেসিমেল** এবং ভবন অবস্থিত মৌজা উপলাই প্লট নং এলআর নং ৮০৭, খতিয়ান নং এলআর নং ৮১৭ এবং ৮১৮, জেএল নং ১০৪, গ্রাম - উপলাই, পো : জিকারহাটি, ব্লক এবং থানা : খারগ্রাম, এডিএসআর খারগ্রাম, এরোওয়ালি জি পি অধীন, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৬৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৫৭, পৃষ্ঠা ১৭৬ থেকে ১৭৮, **দলিল নং ১-৬০৫০ তারিখ ২৮.০৬.১৯৮৫-১৯৮৫ সালের, সম্পত্তি শ্রী প্রভাত ভুঁইমালি এবং শ্রী সঞ্জয় ভুইমালি (আইনি উত্তরাধিকারী - প্রয়াত আরতি বালা দাসি) এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল নং : ১-৬০৫০/১৯৮৫ অনুযায়ী) :** উত্তরে : পঞ্চায়েত রোড। দক্ষিণে : খালি জমি -প্রয়াত ধীরেন মন্ডলের। পূর্বে : প্রয়াত কৃপাসিন্ধু এর খালি জমি। পশ্চিমে : প্রয়াত কৃপাসিন্ধুর খালি জমি।	২০.০২.২০২৬	২৪.১১.২০২৩	১৩,৪৬,৯৭১.০০ টাকা (তেরো লাখ ছেচল্লিশ হাজার নশো একাত্তর টাকা) ২০.০২.২০২৬ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
দ্রষ্টব্য : ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৩.০৩.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref. No. AFL/CO/2025-26/Legal/Feb/504 ১০.০২.২০২৬

স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল মাধ্যমে
আগাম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রেরণ

প্রতি

১.	এ আর এন্টারপ্রাইজেস (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ৪/এইচ/৬, কনভেন্ট লেন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫ ইমেল : ARENTER0786@GMAIL.COM মোবাইল নং ৮০১৩১৪২১৫৯।	২.	নাফিসা আনসারি (সহ ঋণগ্রহীতা ১) ঠিকানা : ১১/ডি, রাধানাথ চৌধুরী রোড, ট্যাঙ্গরা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫, ইমেল : ARENTER0786@GMAIL.COM মোবাইল : ৯০০৭৮১৯৫০৮।
৩.	মহম্মদ আখতার (সহ ঋণগ্রহীতা ২) ঠিকানা : ৪/এইচ/৬, কনভেন্ট লেন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫ ইমেল : ARENTER0786@GMAIL.COM মোবাইল নং ৮০১৩১৪২১৫৯।	৪	রেহানা খাতুন (সহ ঋণগ্রহীতা ৩) ঠিকানা : ৪/এইচ/৬, কনভেন্ট লেন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫ ইমেল : ARENTER0786@GMAIL.COM মোবাইল নং ৭৮৯০২৫২২০৫।
৫.	হাসমুদ্দিন আনসারি (সহ ঋণগ্রহীতা ৪), ঠিকানা : ১১/ডি, রাধানাথ চৌধুরী রোড, ট্যাঙ্গরা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫, ইমেল : ARENTER0786@GMAIL.COM মোবাইল : ৯০০৭৮১৯৫০৮।		

(পরবর্তীতে একত্রে "ঋণগ্রহীতাগণ" হিসেবে উল্লিখিত)
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকুইরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে) এবং বিধিমালা অধীনে

আমরা, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড ("এএফএল"), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং ফিনান্স কোম্পানি অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি মুম্বই - ৪০০০২৫-এ এর নিবন্ধিত অফিস, অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে এতদ্বারা আর্থিক সম্পদ ও প্রয়োগের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই নোটিশটি প্রদান করছি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (পরবর্তীতে 'সারফায়েসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে।

১. এএফএল, তার ব্যবসার সাধারণ কোর্সে, ঋণগ্রহীতার অনুরোধে মঞ্জুর করা মেয়াদী ঋণ আরও বিশেষভাবে এখানে তফসিল এ-তে বর্ণনা করা হয়েছে, মোট আইএনআর ২৯,৮০,০০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ আশি হাজার টাকা) ('ঋণ সুবিধা') সেখানে উল্লিখিত শর্তাবলীতে সারফেসি আইনের ধারা ২(১)(জেডসি) এর অর্থের মধ্যে তফসিল এ-তে বর্ণিত উপরোক্ত নিরাপত্তা একটি 'সুরক্ষিত সম্পদ' এবং এর ফলে এএফএল-এর পক্ষে সুরক্ষিত আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
২. যেহেতু ঋণগ্রহীতারা আপনার সমান মাসিক কিস্তি (এমআইএস) পরিশোধের জন্য ক্রমাগত দাখিল খেলাপ করেছেন, তাই ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট ("এনপিএ") কার্যকর **০৫.০২.২০২৬** তারিখ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী এবং ঋণগ্রহীতাকে তা জানানোও হয়েছে।
৩. এখানে বলা আবশ্যক যে এনপিএ হিসাবে অ্যাকাউন্টের শ্রেণীবিভাগের উপরোক্ত তথ্যটি এএফএল দ্বারা আপনাকে জানানো হয়েছিল **০৬.০২.২০২৬** তারিখের এনপিএ ইঙ্গিত পত্রের মাধ্যমে যার রেফারেন্স নং AFL/NPA/CO/Feb-26/4037 ঋণ সুবিধার জন্য।
৪. পূর্বোক্ত বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ ক্রেডিটর আর্থিক সম্পদ এবং এনফোর্সমেন্টের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতাকে এই বিধিবদ্ধ নোটিশ জারি করার অধিকারী হয়েছে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এতদ্বারা আপনাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে এবং পৃথকভাবে সিকিউরড ক্রেডিটরের প্রতি বকেয়া পরিমাণ/সমষ্টি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আইএনআর **২৯,০৮,৮৪৪/- (উনত্রিশ লাখ আট হাজার আটশ চুয়াল্লিশ টাকা) ০৫.০২.২০২৬** অনুযায়ী পর্যন্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, আরও সুদ, ডিফল্ট সুদ, প্রিমিয়াম, খরচ সহ এখানে তফসিল বি-তে আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের (ষাট দিনের) মধ্যে এই তারিখ থেকে ঋণ পরিশোধে সুরক্ষিত এখানে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ১৫ এর অধীনে তার কাছে উপলব্ধ নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে পাওনাদারকে বাধ্য করা হবে যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নীচে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;
   ক তফসিল এ-তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিতে হবে, যার মধ্যে এটি আদায় করার জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার রয়েছে;
   খ. ধারা ১৩(৪)(বি) এর শর্তাবলীতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সুরক্ষিত সম্পদ আদায়ের জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার সহ আপনার ব্যবসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন সারফেসি আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী।
   গ. সুরক্ষিত সম্পদ পরিচালনার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করুন, যার দখল এএফএল দ্বারা নেওয়া হবে;
   ঘ যেকোন সময় লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, যে কোনো ব্যক্তি যিনি আপনার কাছ থেকে যে কোনো সুরক্ষিত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং যার কাছ থেকে কোনো টাকা বকেয়া আছে বা আপনার কাছে বকেয়া হতে পারে, তাকে এএফএল কে প্রদান করতে হবে, তাই অর্থের বেশিরভাগই সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট
৫. আপনাদের সকলকে অবহিত করা হচ্ছে এবং সতর্ক করা হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে তফসিল এ-তে উল্লেখ করা হয়েছে) হস্তান্তর করা হবে না। সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (৮) এর বিধানগুলিতে আপনার মনোযোগ আমন্ত্রিত।
৭. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে এএফএল এর ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়াতে যে সমস্ত খরচ, চার্জ, ব্যয় বহন করবে এবং আনুষঙ্গিক সেইগুলি আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপনার কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।
৮. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে এই সংবিধিবদ্ধ নোটিশটি সুরক্ষিত পাওনাদারের অধিকারের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই জারি করা হয়েছে যেটি আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধানের অধীনে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া/আইনি পদক্ষেপের সূচনা এবং/অথবা চুক্তি বা উভয় অনুযায়ী।

আপনাদের বিশ্বস্ত
অনুমোদিত কর্মকর্তা
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তপশিল এ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ৫৯৮ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) সমপরিমাপ ৭৯৭ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ রেয়িা) একতলায় ভবনে বিল্ট এবং নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ১০ বর্গফুট অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১০৪বি, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড, কলকাতা-৭০০০১৫, থানা এন্টালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৫৬ কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন। সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড, পশ্চিমে : ১০৪এ, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড, উত্তরে : দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড, দক্ষিণে : ১০৪সি, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড।

তপশিল বি
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণে বিস্তারিত

সুবিধা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	মূল অনুমোদনের সীমা (আইএনআর)	মূল ও/এস (আইএনআর)	অধার্য সুদ (আইএনআর)	জরিমানা এবং অন্য চার্জ (আইএনআর)	মোট বকেয়া (আইএনআর)
মর্টগেজ লোন ("ক্রেডিট ফেসিলিটি আই")	0456MMA00019050	২৯,৮০,০০০	২,৮৭৭,৩৬৩	৩০,৫৪৭	৯৩৪	২৯,০৮,৮৪৪
		মোট বকেয়া				২৯,০৮,৮৪৪

সুবিধা চুক্তি মোতাবেক চিহ্নিত হারে প্রযোজ্য সুদ।

পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে সব রাজ্যকে চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

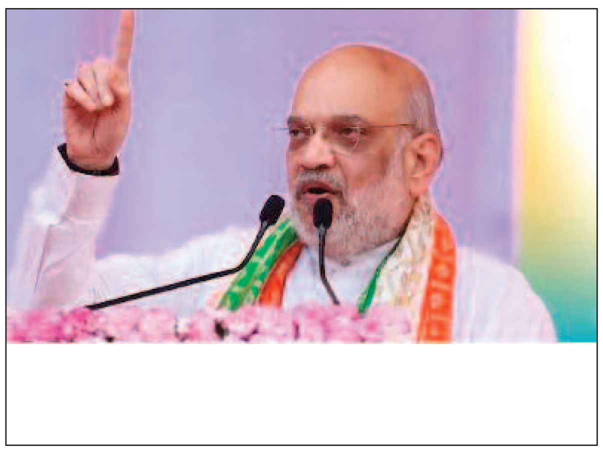

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের আঁচ পড়তে পারে ভারতে। সব রাজ্যকে এবার সতর্ক করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্যগুলিকে। চিঠিতে, ভারতে অশান্তির আশঙ্কা করেছে কেন্দ্র। প্রয়োজনে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে চিঠিতে। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শান্তির বার্তা দিয়েছেন তিনি। আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত পরিস্থিতি উন্নত করার বিষয়ে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে আরও বলা হয়েছে, পহেলগাঁও হামলার অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে ইজরায়েলি এবং পশ্চিমি পর্যটকদের ভিড় যেখানে বেশি সেখানে বাড়তি নজর দিতে বলা হয়েছে। যে হোটেলে বিদেশিরা বেশি সংখ্যায় আছে, সেখানে নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

গত শনিবার ইরানে হামলা চালায় আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বাহিনী। সংবাদসংস্থা এএনআই সরকারি আধিকারিকদের উল্লেখ করে জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারিই অমিত শাহের মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে সতর্ক করে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল। তা এত দিনে সংবাদসংস্থার হাতে এসেছে। ইরানে আমেরিকা-ইজরায়েলের হামলার আবহে ভারতেও অশান্তি হতে পারে বলে মনে করে কেন্দ্র। চিঠিতে বলা হয়েছে, ইরানপন্থী উগ্র ধর্মপ্রচারকদের চিহ্নিত করতে হবে, যাঁরা উস্কানিমূলক বক্তৃতা করছেন। পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে যেতে না পারে, তার জন্য রাজ্যগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে। যে কোনও প্রকার ধর্মীয় হিংসাত্মক ঘটনার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তি হতে পারে। বিশেষ করে যে কোনও সভা বা ধর্মীয় সভায় অশান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা করা হচ্ছে। কোনও উস্কানিমূলক বার্তা যাতে অশান্তি না ছড়ায় সেদিকেও রাজ্যগুলিকে নজর দিতে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে। সূত্রের খবর, চিঠিতে আমেরিকা, ইজরায়েল এবং ইরানের কনস্যুলেট অফিসের নিরাপত্তার উপর নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিসিটিভির নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যগুলি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করা শুরু করেছে। জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর থেকেই জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি ছড়িয়েছিল। বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়েছিল। তারপরই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় জম্মু বিভিন্ন এলাকা। ইন্টারনেটের গতিও নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, শ্রীনগরের লালচক-সহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড সিল করে দেওয়া হয়েছে। বড় কোনও সভা বা জমায়েত রুখতে বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

শুধু, জম্মু-কাশ্মীর নয় খামেনেইয়ের হত্যার প্রতিবাদে উত্তর প্রদেশের লখনউ, অযোধ্যা-সহ বিভিন্ন জায়গায় শিয়া সম্প্রদায়ের তীব্র বিক্ষোভ হয়। ভারতেও তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া শিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড।

কারনি-মোদী সাক্ষাতে ঐতিহাসিক মউ স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ: কূটনৈতিক সংঘাত পেরিয়ে কানাডার সঙ্গে বন্ধুত্বের পথ চলা শুরু ভারতের। সোমবার ভারত সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনি। এই সাক্ষাতে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল একাধিক চুক্তি। দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী, ভারতকে ইউরেনিয়াম রপ্তানি করবে কানাডা। এছাড়াও সোমবার একাধিক মউ স্বাক্ষর হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দুই দেশের বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৫০ বিলিয়ন ডলার।

সোমবার দিল্লিতে কারনির সঙ্গে বৈঠকের পর মোদী বলেন, ভারত ও কানাডার মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সিভিল নিউক্লিয়ার এনার্জির জন্য ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন মেটাতে কানাডার সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি হয়েছে। এছাড়া কানাডার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এআই, স্বাস্থ্য, কৃষিকাজ এবং ইনোভেশন নিয়েও মউ সই হয়েছে। কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারত ক্যাম্পাস খুলতে চেয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও প্রতিরক্ষা খাতে দুই দেশ হাতে হাত মিলিয়ে চলবে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, কানাডার সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। ২০৩০ সালের মধ্যে কানাডার সঙ্গে ৫০ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি ভারত-কানাডা বন্ধুত্ব নিয়ে মুখ খোলেন কারনিও। তিনি বলেন, 'কানাডা ও ভারতের মধ্যে গত একবছরে যত কথা হয়েছে তা গত দুই দশককে ছাপিয়ে গিয়েছে। শুধু সম্পর্কের পুনর্স্থাপন নয়, নব উৎসাহে ও দূরদর্শীতার সঙ্গে দুই দেশের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমরা চাই নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে।'

এখানেই শেষ নয়, কানাডার সঙ্গে ক্রিটিকাল মিনারেল থেকে শুরু করে হাইড্রোকার্বন, গ্রিন হাইড্রোজেন এবং এনার্জি স্টোরেজ নিয়ে চুক্তি করেছে দুই দেশ। এছাড়া এআই, কোয়ান্টাম কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার ও সেমি কন্ডাক্টার নিয়েও সমঝোতা হয়েছে দুই দেশের।

'বন্ধু' মোদীকে ধন্যবাদ নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ২ মার্চ: ইজরায়েলের পাশে দাঁড়ানোয় 'বন্ধু' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'অজস্র ধন্যবাদ' জানালেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। উল্লেখ্য, মোদীর ইজরায়েল সফরের পরেই ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ বাহিনী। ইতিমধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইর। যুদ্ধ এখন তুঙ্গ মুহূর্তে। এই পরিস্থিতিতে মোদীকে নেতনিয়াহুর ধন্যবাদ জানান আন্তর্জাতিক কূটনীতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

রবিবার পালটা ইজরায়েলের বেইট শেমেশে হামলা চালায় ইরান। যাতে ৯ জনের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে পরিদর্শনের সময় একটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে নেতানিয়াহু বলেন, 'আমার দারুণ বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেছি আমি। গতকাল তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা হয়েছে। ইজরায়েলের পাশে থাকার জন্য, সত্যের পাশে থাকার জন্য এবং ভারতের মানুষের দুর্দান্ত বন্ধুত্বের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি আমি।' নেতানিয়াহু যোগ করেন, 'ইজরায়েলে তারা (ভারতীয়রা) খুবই প্রশংসিত এবং ভালোবাসা পায়। কথোপকথনের বিস্তারিত বিবরণে যাব না, তবে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি।

'পাক-বাসিন্দাদের সঙ্কটে ফেলছে ভারত'

বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার জল নিয়ে দাবি পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ২ মার্চ: সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে আগেই ভারত সরকারকে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করেই সিন্ধুর পশ্চিমমুখী উপনদ বিতস্তা (ঝিলম) এবং চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদের জলে ভারত ভাগ বসাতে সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন পাক জলসম্পদ ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (ওয়াপদা) চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ সঈদ।

সোমবার সঈদ বলেন, 'বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগার জল বেশি পরিমাণে ধরে রাখার জন্য ভারত প্রায় ৬০০০ কোটি ডলারের (প্রায় ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার কোটি টাকা) প্রকল্প শুরু করেছে। অদূর ভবিষ্যতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এটি এক প্রাণঘাতী অস্ত্রে পরিণত হতে পারে, যা বন্যা ও খরা উভয়ই সৃষ্টি করতে পারে!' ভারত কী ভাবে পাকিস্তানকে বিপদে ফেলতে পারে, তার ব্যাখ্যাও দিনেছেন সঈদ। তিনি বলেন, 'প্রায় দু'মাস স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ রাখার সুযোগ থাকলে, বিশেষ করে যখন নিম্নপ্রবাহে ফসলের জন্য জলের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন পাকিস্তানে খরা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। অন্য দিকে, ভারত মৌসুমী বৃষ্টি বা ভারী বর্ষণের সময় সংরক্ষিত জল ছেড়ে ইচ্ছামতো বন্যা সৃষ্টি করতে পারে, যা তারা ইতিমধ্যেই তাদের বর্তমান ১৫ দিনের জল সংরক্ষণ ক্ষমতা দিয়েও সাম্প্রতিক সময়ে করছে।' বর্তমান পরিস্থিতিতে নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলের বাসিন্দারা পানীয় ও সেচের জলের সমস্যায় ভুগছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

তিনি জানান, সিন্ধু এবং তার উপনদগুলিতে ভারতের বর্তমান জলধারণ ক্ষমতা ১৫ দিন। প্রকল্পগুলির রূপায়ণ হলে তা বেড়ে ৫৫ থেকে ৬০ দিন হবে। পাকিস্তানের পক্ষে যা 'চরম উদ্বেগের' বলে তাঁর অভিযোগ।

প্রাণ যেতে পারে আরও মার্কিন সেনার

যুদ্ধের আবহে জানালেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২ মার্চ: ইরানের হামলায় কুয়েতে নিহত হয়েছেন তিন জন মার্কিন সেনা। গুরুতর আহত পাঁচ। সেই কথা জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে আগামী দিনে আরও সেনার প্রাণ যেতে পারে। মনে করা হচ্ছে, ইরান যে ভাবে হামলা প্রতিরোধ করছে, তা মাথায় রেখেই ট্রাম্প এ কথা বলেছেন। যদিও তিনি এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন, ইরানে আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলা চলতে পারে আরও চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ। ইরানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আমেরিকা এবং ইজরায়েলের হামলার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সে দেশে ৫৫৫ জন নিহত হয়েছেন।

সূত্রের খবর, নিহত তিন সেনা কুয়েতে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানে অস্ত্র, খাবারদাবারের জোগান দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা। কুয়েত-সহ পশ্চিম এশিয়ার যে সব দেশে আমেরিকার সেনাঘাঁটি রয়েছে, সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ইরান। সেই হামলাতেই মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে সে কথা জানিয়েছে। তারা দাবি করেছে, ওই ঘটনায় আরও কয়েক জন আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের আঘাত গুরুতর নয়। 'দ্য গার্ডিয়ান' বলছে, মার্কিন প্রশাসন নিহত তিন সেনার পরিচয় প্রকাশ করেনি। 'অপারেশন এপিক ফিউরি'-তে পাঁচ সেনা গুরুতর আহত হয়েছেন।

তার পরেই ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে ভিডিয়ো পোস্ট করে বলেন, 'আহত সেনাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। নিহতদের পরিবারকে আমাদের ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।' সঙ্গে যোগ করেন, 'দুঃখজনক যে, শেষ হওয়ার আগে আরও প্রাণ যাবে, আরও মৃত্যু হবে। তবে যা সম্ভব, আমরা করব।' ছ'মিনিটের ভিডিয়োয় ট্রাম্প নিহতদের 'প্রকৃত আমেরিকান দেশপ্রেমী' বলে উল্লেখ করেছেন। সংবাদমাধ্যম 'ডেলি মেল'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক যে, এ রকম আবার হতে পারে, তা আমাদের কাছেও প্রত্যাশিত।'

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Shikarpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No.15/15th CFC - TIED- 2nd SGP/2025-26,** Last date of submission **10.03.2026 up to 3p.m**. visit www.wbtenders.gov.in For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, **Pipulbaria Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 13/15TH C.F.C (TIED)/ PGP/ 2025-26.** Last date of submission **12.03.2026 up to 4p.m.** For details contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat.

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Karimpur-I Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-20/15th CFC/Tied/ KGP-I/2025-26 (2nd Call),** Last date of submission **10.03.2026 up to 15p.m**. For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat.

e-Tender Notice

Tender Notice Invited By The Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, Krishnagar,Nadia. Nit No. WB/NAD/ KGR-1/DGP/NIT-32/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 Untied Grant 2nd Call, Memo No. 55/DEY/2026, Dated - 27/02/2026. Last Date Of Submission Bid 05/03/2026 at 06.00 P.M. & Technical Bid Opening Date 07/03/2026 at 6.00 P.M. More details please visit : https//wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan, Deypara Gram Panchayet Shimultala, Krishnagar, Nadia

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from bonafied Contracts for 10 works under e tender notice 04/Dgp and Six works under etender notice 05 /Dgp Communical under memo no 142 (8)/Dgp dated 25.02.2025 and memo no 144 (8)/Dgp dated 27.02.2026 accordingly. Last date for online submission of tender is 06.03. 2026 and 09.03.26 accordingly.
For details please visit the office notice board & website wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan Dharampur G.P

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2102/25-26 Dated 20.02.2026	Construction of Proposed C.C. Road from Amazon Office to Debasish Mukherjee's House at Jhilpar, Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,72,785.00
WBMAD/ULB/ RSM/2106/25-26 Dated 20.02.2026	Upgradation Of Bituminous Road From Guha House's To Benkiya House's At Rabindra Nagar, Ward No.-30,under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,05,190.00

Bid Submission end date is being extended from **02.03.2026 at 11-00 hrs** to **09.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

RAVIKIRAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD

Ravikiran Co-operative Housing Society Ltd intends to build one G+4 storied building on HIG Plot no. AA- IIIG-1663, Premises no. 09-900, Action Area III, Newtown, Kolkata for which the said society is inviting sealed quotation to appoint one Bonafide, experienced Architect and Developer for building construction, as per rules & regulations of West Bengal Housing Co-operative Society & HIDCO.
Sealed quotation must be sent to the following mailing address within 10 days from publication date.
Sri Animesh Chakraborty, Secretary, Ravikiran Co-operative Housing Society Ltd, Triveni Enclave, 12D, Umakanta Sen Lane, Kolkata 700030. **Date of opening of the quotations will be on 11th day from publication date. E-mail- chslravikiran@gmail.com**
Secretary Ravikiran Co-operative Housing Society Ltd

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No-3750, Dt. 19/02/2026** for Different Civil Works under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1012184_1 to 3,** Last Date of Bid Submission **10/03/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary Chairman, Kanchrapara Municipality**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/গার্ডেন রিচ, কলকাতা-৪৩, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডার বন্ধ হবে নির্ধারিত তারিখে ১৫:০০ টায় : **ই-টেন্ডার নোটিশ নং: ০১-ডিসিই-সি-জিআরসি-০২-২০২৬; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** ডেপুটি সিই/কন/গার্ডেন রিচ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারাধীন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যকলাপের জন্য শালিমারে ট্রিপ রক্ষণাবেক্ষণ/অগ্রিম পরিদর্শন কেন্দ্র তৈরি করা, এস্টিমেট নং. ২০৪৩ডব্লিউ/২০ ২৫; **আনুমানিক খরচ:** ₹ ২,৭৭,৬৪,৫৯৩.৮৭; **বিড সিকিউরিটি:** ₹ ২,৮৮,৮০০.০০; **সমাপ্তির সময়কাল:** ০৯ মাস; **বন্ধের তারিখ:** ২৫.০৩.২০২৬; আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। এই আইটেমগুলির জন্য কোনও পরিস্থিতে ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: "সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন"। (PR-1249)

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. -**WBMAD/UM/997/e-Tender/2025-26 Dated: 02.03.2026, WBMAD/UM/998/e-Tender/2025-26 Dated: 02.03.2026, WBMAD/UM/999/e-Tender/2025-26 Dated: 02.03.2026, WBMAD/UM/1000/e-Tender/2025-26 Dated: 02.03.2026,** (Construction of Concrete road, cover slab drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.-WBMAD/UM/996/e-Tender/ 2025-26 Dated: 02.03.2026, (Construction of Electric Cable Trench at Banitabla Dumping ground required for shifting of existing overhead cable line for the safe construction of Solid waste processing Plant in ward No-31 under Uluberia Municipality.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-সিওএন-টিআরডি অ্যান্ড জিইএনএল-১৮৪-২০২৬-এনআইটি, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-সিওএন-টিআরডি অ্যান্ড জিইএনএল-১৮৪-২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১-তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সহ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, অংশীদারী সংস্থা ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** ''(ক) পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়া ওয়ার্কশপে ইএমইউ কোচে ইওআই শুরুর জন্য পিটের ব্যবস্থা করা সহ লিলুয়ায় ওএইচই লাইনের উন্নতি, ডেডিকেটেড রোড কাম রেল ট্র্যাক সম্পর্কিত ২৫ কেভি এসি সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড যন্ত্রাংশ, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার ইত্যাদির নকশা, আঁকা, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা। (খ) পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়াতে আইসিএফ বে-কে এলএইচবি কম্প্যাটিবল বে-তে পুনর্মডেলিং এবং পুনর্নির্মাণ সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। (গ) পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়াতে এলএইচবি কোচের এমএলআর-এর পরিকাঠামোর উন্নয়ন সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮,৩৮,১৯,৮২৭.৩০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৫,৬৯,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়-সীমা ঃ** ০৩ (তিন) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরিল্লিখিত মতো টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্তমতো 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' এবং 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর www.ireps.gov.in-এ বিড জমা করা যাবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার www.ireps.gov.in-এ আপলোড করতে হবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি www.ireps. gov.in-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, ৩৭১-তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে। (CON-74/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT

Tender Notice No.: 16/2025-26, Date: 02.03.2026
Tender is invited through only only from the experienced and resourceful bidders for execution of the 9 (Nine) nos of work(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal **(www.wbtenders.gov.in).** Bid Submission Start Date: **02.03.26.** Bid Submission End Date: **09.03.26 (Up to 2:00PM).** Bid Opening Date (Technical): **12.03.26 (11.30 AM)**
Sd/- **Prodhan Ichhapur-II Gram Panchayat Gaighata, North 24 Paraganas**

e-Tender No.- DHE/NC/NIeT-6 of 2025-26 (4th Call)

Online Bid is invited by Nistarini College, Purulia for- **NIeT-6 of 2025-26 (4th Call) for (Procurement of Books from Govt. Grant).** All NIeTs documents download and bid submission starting date (online)- **03.03.2026** and bid submission end date (online)- **10.03.2026 upto 10.00 a.m.** For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Principal Nistarini College Purulia, WB

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal) City Centre, Durgapur - 713216 (Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-81/2025-26 (Sl. No. 2) Dated 12.02.2026
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 09.03.2026 in place of 27.02.2026 for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1005349_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন শৌচালয়, কম উচ্চতার টিকিট কাউন্টার, কম উচ্চতার জলের বুথ এবং র‍্যাম্পের ব্যবস্থার জন্য কাজ সম্পাদন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,০১,৮৬,৫৩১.৯১ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ২,৫০,৯০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৯ (নয়) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।
সংক্ষিপ্ত ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৫৬–২০২৬–(ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2137/25-26 Dated 02.03.2026	Construction of Concrete Road at S.B.Das Road Bye Lane at Ward No-17 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,06,260.00
WBMAD/ULB/ RSM/2138/25-26 Dated 02.03.2026	Construction of Concrete Road at Ghosh Para Peyara Bagan in Ward No - 25 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,85,057.00

Bid Submission end date: **11.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 375(3rd call)/ 2025-2026, 602)2nd Call)/25-26 and 638 to 647/2025-2026 Dated- 27-02-202 and 28-02-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electricall works at Howrah, Hooghly, Malda, North 24 Parganas, Nadia, Burdwan, Paschim Medinipur, Jalpaiguri and Coochbehar District and Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **28-02-2026 after 06.30 pm.** Bid submission end date- **06-03-2026 and 13-03-2026 and 16-03-2026 upto 3.00 pm**
And
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION
The last date of submission of tenders has been extended by the General Manager, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows:
1. NIeT-357(3rd Call)/25-26 Gr.7 and 29 NIeT-476/25-26, Gr 1, NIeT- 521/25-26 Gr 12 Tender ID: 2026_WBAIC_995421_2,3, 2026_WBAIC_987771_1, 2026_WBAIC_994795_12 for the district of Murshidabad, Paschim Medinipur has been extendd for bid submissin closing to **06-03-2026 upto 4.00 pm.**

Date: 28.02.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

বেকারদের পেশার খোঁজে

অধ্যাপক ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবারের বাজেটে মাধ্যমিক পাশ বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য বেকার ভাতার ঘোষনা করেছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এই পদক্ষেপ বামফ্রন্ট সরকারের পুনরাবৃত্তি। একসময় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বেকার ছেলেমেয়েদের বেকার ভাতা দেওয়া হতো। তখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। তখন বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, বিভিন্ন সরকারি অফিসে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে নিয়োগ হতো। তারজন্য কোনো স্কুলে শূন্য পদ থাকলে, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ হতো। তারজন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা চেয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম চেয়ে পাঠানো হতো। একটি পদের জন ১০-১৫ জনের নাম পাঠানো হতো। ম্যানেজিং কমিটি তখন তাদের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নির্বাচন করে নিয়োগ করতো। কিন্তু সেই পদ্ধতিতে অনেক বেনিয়ম এবং টাকার বিনিময়ে নিয়োগের অভিযোগ ওঠে। তখন বামফ্রন্ট সরকারের এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিয়ে আসে। অর্থাৎ তখন স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরী হয়। তারপর সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা অনেকেই তাদের শিক্ষকতার স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন এবং সেই নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে হয়েছিলো।

আর আজ স্কুল সার্ভিস কমিশন আছে, নেই নিয়োগের স্বচ্ছতা নেই। প্রায় নয় বছর শিক্ষকতা করার পর চাকরি হারা হয় পথে বসে গেলো প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক। আর এইসব দেখে স্কুল কলেজ বিমুখ ছাত্র সমাজ। কিন্তু প্রত্যেকেরই প্রয়োজন রুজিরোজগার করা তাই ছেলেমেয়েদের নিজে থেকেই বিভিন্ন পেশা খুঁজে নিতে হবে।

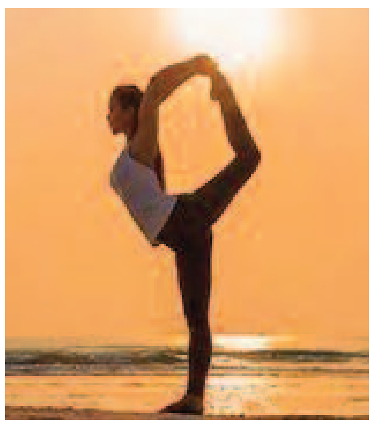

বর্তমান যুগের সাথে সাযুজ্য রেখে দুটি পেশার উল্লেখ করতে চাই। প্রথম হলো যোগব্যায়াম। বর্তমানে মানুষ অনেক বেশী স্বাস্থ্য সচেতন। তাই তারা নিজেদের সুস্থ রাখতে বিভিন্ন রকম শরীর চর্চায় যুক্ত হয়।। আর যোগব্যায়াম হলো সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি, নিজেদের সুস্থ রাখার। তাই যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষণ নিয়ে সহজেই, যোগব্যায়াম কেন্দ্র করে একটি ভালো পেশার সাথে যুক্ত হওয়া যায়। তারজন্য অবশ্যই প্রয়োজন যোগব্যায়ামের কোর্স করা। আমাদের চারপাশে অনেকেই যোগ ব্যায়াম কেন্দ্র খুলে, যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে । কিন্তু দেখা যায় তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোচ নয় । তাই সঠিক প্রশিক্ষণ হয়না। বর্তমানে যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণের অনেক সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে যোগবযায়ম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা যেতেই পারে। তাতে ভালো রোজগার হতে পারে। তবে অবশ্যই যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষণ নিয়ে যোগব্যায়মা কেন্দ্র খোলা উচিত।

এখন প্রশ্ন হলো এই প্রশিক্ষণ কোথায় দেওয়া হয়? যোগবযায়াম প্রশিক্ষণ অবশ্যই কোনো সরকারি অনুমোদিত কেন্দ্র থেকে নেওয় উচিত। বর্তমানে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ-এর উপর ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। তাছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও যোগব্যায়ামের উপর ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুশ মন্ত্রক ৫০ ঘন্টার যোগ ব্যায়ামের অনলাইন কোর্সের ব্যবস্থা আছে। কোর্স শেষে অনলাইন লিখিত এবং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে উত্রীর্ণ সবাইকে শংসা পত্র দেওয়া হয়। এছাড়াও অনলাইনে অনেক যোগব্যায়াম কোর্স করানো হয়। তাই যোগব্যায়াম এখন সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। যোগব্যায়মের মাধ্যমে যেমন সারা জীবন সুস্থ এবং শারীরিক ভাবে সক্ষম থাকা যায়, আবার নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলনে অনেক রোগেরও নিরাময় হয়। তাই যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণের পর যোগ থ্যারাপি কোর্সের মাধ্যমেও বিভিন্ন রোগের নিরাময় সম্ভব। যোগ হলো আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য।

দ্বিতীয় যে পেশার কথা বলবো, তা হলো পুষ্টিবিদ হওয়া। বর্তমানে মানুষ খুবই খাদ্য সচেতন। তাই তারা সঠিক পুষ্টির খোঁজে পুষ্টিবিদের খোঁজ করে থাকেন। তাই পুষ্টি বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ নিয়ে, তাকেও পেশা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। পুষ্টিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স করে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিহোমেও কাজের সুযোগ আছে । পুষ্টি বিজ্ঞানের কোর্স বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে পড়াানো হয়। তাই বর্তমানে শুধু সাধারণ মানুষের জন্য নয়, খেলোয়াড়দের জন্যও সঠিক পুষ্টি নির্ধারণ জরুরি ।

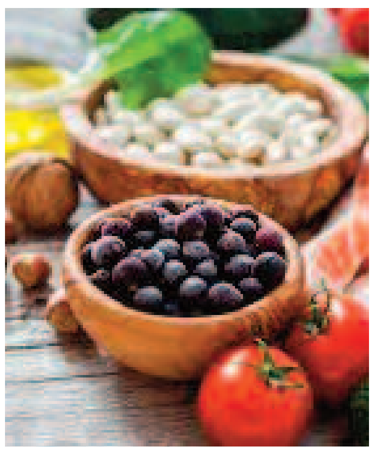

তাই সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে এইধরনের কোর্স বেকার ছেলেমেয়েদের জীবনে আলোর দিশা দেখাতে পারে ।

শিক্ষকতা: পেশার চাইতে নেশা হোক বেশি

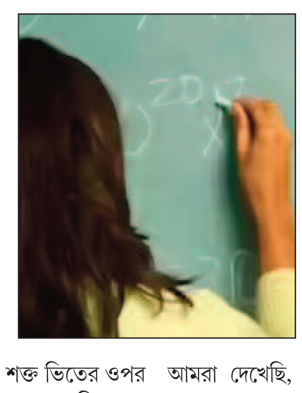

‘শিক্ষক কেবল তথ্য সরবরাহকারী নন, তিনি আলোকবর্তিকা।’ আধুনিক যুগের যান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় যখন অনেক মহৎ পেশাই স্রেফ জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে, তখন নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষকতা কি শুধুই একটি ‘পেশা’, নাকি এটি মনের গভীর থেকে আসা এক অদম্য ‘নেশা’ হওয়া উচিত? ‘শিক্ষক হলেন জাতির মেরুদণ্ড!’ এই প্রচলিত কথাটি আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু বর্তমানের বস্তুবাদী পৃথিবীতে এই মেরুদণ্ড কতটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। শিক্ষকতা কি কেবল একটি পেশা, যা সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ? নাকি এটি এমন এক অদম্য ‘নেশা’, যা একজন মানুষকে আমৃত্যু শিক্ষার্থীর মঙ্গলে নিয়োজিত রা? শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন একজন শিক্ষকের কাছে পাঠদান নেশায় পরিণত হয়, তখনই একটি সমাজ প্রকৃত আলোর মুখ দেখে। শিক্ষাদান যখন কেবল ডিউটি বা কর্তব্যের গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষকের মজ্জাগত নেশায় পরিণত হয়, তখনই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

পেশা মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু নেশা বা প্যাশন মানুষকে দেয় সৃজনশীল হওয়ার ক্ষমতা। একজন শিক্ষক যখন তার কাজকে নেশা হিসেবে নেন, তখন তিনি পাঠ্যবইয়ের জীর্ণ পাতার বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনবোধ শেখান।

পেশা হলো সেই কাজ, যা আমরা জীবনধারণের জন্য করি। এর বিনিময়ে আমরা মাস শেষে পারিশ্রমিক পাই, নিদ্রিষ্ট কর্মঘণ্টা মেনে চলি। কিন্তু নেশা হলো সেই কাজ, যা করতে আমরা হৃদয়ের টান অনুভব করি। একজন শিক্ষক যখন তার কাজকে ‘নেশা’ হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন তিনি ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে ক্লাস নেন না। তার মূল লক্ষ্য থাকে শিক্ষার্থীর মনের অন্ধকার দূর করা। পেশাদার শিক্ষক হয়তো সিলেবাস শেষ করবেন, কিন্তু শিক্ষকতার নেশায় আচ্ছন্ন থাকা শিক্ষক শিক্ষার্থীর চরিত্রে পরিবর্তন আনবেন। পেশাদার শিক্ষক পরীক্ষা পাসের মন্ত্র শেখান, আর অপরজন শিক্ষক শেখান জীবন যুদ্ধ জয় করার কৌশল। শিক্ষকতা অন্য দশটি কর্পোরেট চাকরির মতো নয়। এখানে কাঁচামাল কোনো জড় বস্তু নয়, বরং একটি রক্ত-মাংসের জীবন্ত প্রাণ- একটি শিশু বা কিশোর। তাদের মনস্তত্ত্ব বোঝা, তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য অসীম ধৈর্য ও ভালোবাসার প্রয়োজন। এই ধৈর্য কেবল তখনই আসা সম্ভব, যখন শিক্ষকতা তার কাছে নেশার মতো আনন্দের হয়। বর্তমান সময়ে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী শিক্ষকতায় আসছেন না কেবল আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে। আবার যারা আসছেন, তাদের অনেকেই একে ‘সেফ ক্যারিয়ার’ হিসেবে দেখছেন। এর ফলে শিক্ষার গুণগত মান ব্যাহত হচ্ছে। একজন শিক্ষক যখন মন থেকে তার কাজকে ভালোবাসেন না, তখন শ্রেণিকক্ষ প্রাণহীন হয়ে পড়ে। অথচ ইতিহাসে আমরা দেখেছি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা তাঁরা শিক্ষকতাকে পেশা নয়, বরং জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি বিশ্বমানের করতে হয়, তবে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কেবল মেধা নয়, পাঠদানের প্রতি আগ্রহ বা ‘প্যাশন’ আছে কি না, তা যাচাই করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে যাতে তারা নিশ্চিন্তে এই ‘শিক্ষকতার নেশায়’ মগ্ন থাকতে পারেন। তবে দিনের শেষে সবচেয়ে বড় পাওনা হলো শিক্ষার্থীর সাফল্য। একজন প্রকৃত শিক্ষকের কাছে তার ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎই শ্রেষ্ঠ পারিশ্রমিক। একমাত্র শিক্ষকই অন্যের সফলতায় নিজের সফলতা ও এক বুক আনন্দ খুঁজে পায়। একজন আদর্শ শিক্ষকের কাজ হলো পেশার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে শিক্ষার্থীর আত্মিক উন্নয়ন। পাঠদানকে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করা। নিজেকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা। নিজেই একজন ছাত্র হয়ে প্রতিনিয়ত শেখা। শিশুদের কাছে পাঠদান কে আনন্দময় করে তোলা, ও সর্বোপরি একজন শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটানো। তাই রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষকদের জন্য এমন এক পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে তারা আর্থিক দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে নিজের কাজকে নেশায় পরিণত করতে পারেন। তবে শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে, তাদের হাতেই তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের প্রকৌশলী, চিকিৎসক বা প্রশাসক। তারা যদি কেবল ‘চাকরিজীবী’ হয়ে থাকেন, তবে সমাজ মেধাবী রোবট পাবে, কিন্তু সংবেদনশীল মানুষ পাবে না।

শিক্ষকতা কেবল একটি জীবিকা নয়, এটি একটি জীবনদর্শন। শিক্ষক যখন তার কাজকে নেশায় পরিণত করেন, তখন তিনি আর সাধারণ মানুষ থাকেন না, তিনি হয়ে ওঠেন সমাজ সংস্কারক। শিক্ষকতা হলো মোমবাতির মতো, যা নিজে পুড়ে অন্যকে আলো দেয়। এই আত্মত্যাগ পেশাদারিত্বের দায়বদ্ধতা থেকে আসে না, আসে হৃদয়ের গভীর থেকে। তাই সময় এসেছে দাবি তোলার- শিক্ষকতা হোক হৃদয়ের টান, কেবল বেঁচে থাকার মাধ্যম নয়।

সঞ্জুর ব্যাট নাকি বুমরাহের স্পেল, কোনটি নিশ্চিত করল ভারতের সেমিফাইনাল?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে সেই রাতের পর আর কোনও ‘যদি-কিন্তু’ টিকে থাকেনি। ২২০ রান তাড়া করতে হত কি না, কিংবা সঞ্জু স্যামসনের অবিশ্বাস্য ইনিংসও কি যথেষ্ট হত, এ সব প্রশ্ন আপাতত বাতিল। কারণ, ফল একটাই, ভারত জিতেছে, সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। তবে ম্যাচের গভীরে তাকালে বোঝা যায়, ব্যাট হাতে জয়ের ছবি আঁকা হলেও তার ক্যানভাস তৈরি করেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। ব্যাট হাতে শেষটা যিনি করে এসেছেন, তিনি সঞ্জু স্যামসন। চাপের মুখে দাঁড়িয়ে ৯৭ রানের ইনিংস খেলে তিনি দেখিয়েছেন ম্যাচ জেতানোর মানে কী। কিন্তু সেই চাপ কি আদৌ এতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হত, যদি প্রতিপক্ষের স্কোর আরও ২০,২৫ রান বেশি হতো? উত্তরটা লুকিয়ে আছে ভারতের বোলিং ইনিংসের মাঝখানে একটি ওভারের মধ্যে।

শুরুর দিকে কিন্তু ম্যাচের রাশ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজরে হাতেই। পাওয়ার প্লে পার হতেই রান তোলার গতি বাড়ায় তারা। ইডেনের ব্যাটিং-সহায়ক উইকেটে বল ব্যাটে আসছিল সুন্দর ভাবে। বিশেষ করে শিমরন হেটমায়ার শুরু থেকেই আগ্রাসী। বড় শট খেলতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। অন্য প্রান্তে তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন রস্টন চেজ। ভারতের স্পিন আক্রমণ তখন কার্যত নিষ্প্রভ। অধিনায়ক সূর্যের তুরুপের তাস বলে পরিচিত বরুণ চক্রবর্তীও ব্যাটারদের থামাতে পারছিলেন না। ১১ ওভার শেষে স্কোর যখন এক উইকেটে ৯৯, তখন মনে হচ্ছিল হাসতে হাসতেই ২০০ পেরিয়ে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এর আগেই অবশ্য একটা সুযোগ পেয়েছিল ভারত। পাওয়ার প্লেতে বুমরাহর বলে চেজের সহজ ক্যাচ ফেলেন অভিষেক শর্মা। তাতে ক্যারিবিয়ানদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। পরের ওভারে বরুণ ১৭ রান দেওয়ায় পরিস্থিতি বেশ অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। তখন আর ঝুঁকি না-নিয়ে ১২তম ওভারে বুমরাহকেই আক্রমণে আনেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

সেখানেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। প্রথম দু’টি বলে গতি কমিয়ে ব্যাটারদের ভাবনায় ফেলেন বুমরাহ। তারপর হঠাৎ গতি বাড়ানো তৃতীয় বল। পুল মারতে গিয়ে ভুল করেন হেটমায়ার। বল ব্যাটের কানায় লেগে পিছনে সঞ্জুর দস্তানায় জমা পড়ে। রিভিউ নিয়েও রক্ষা হয়নি। চলতি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা হেটমায়ারের বিদায়ই ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসের সবচেয়ে বড় ধাক্কা। আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে বুমরাহর বিরুদ্ধে তাঁর এই ব্যর্থতা নতুন নয়, পরিসংখ্যানেই তার প্রমাণ মেলে।

এই ওভারের সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল মানসিক। যখন বুমরাহ বল করতে আসেন, তখন ক্রিজে দু’জন সেট ব্যাটার। ওভার শেষ হতে না হতেই সেখানে দু’জন নতুন মুখ। তার ফলও সঙ্গে সঙ্গে পায় ভারত। পরের তিন ওভারে রান ওঠে মাত্র ২২। হার্দিক পাণ্ড্য ও অক্ষর পটেলের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ইনিংস এগোয় ধীরে। শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৫ পর্যন্ত পৌঁছলেও, হেটমায়ার ও চেজ আরও কয়েক ওভার খেললে যে স্কোর ২২০ ছুঁতে পারত, তা ম্যাচ শেষে স্বীকার করেছেন অধিনায়ক শাই হোপ নিজেই।

আর সেই অতিরিক্ত ২০,২৫ রান না-হওয়াই ভারতের জয়ের রাস্তা সহজ করে দেয়। শুরু থেকেই ওভার প্রতি ১১,১২ রানের চাপ না-থাকায় সঞ্জুরা পরিকল্পনা মেনে খেলতে পেরেছেন। তাই স্কোরবোর্ডে নায়ক সঞ্জু হলেও, জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন বুমরাহ। তাঁর একটি ওভারেই তৈরি হয়েছিল ইমারত, যার ওপর দাঁড়িয়েই ব্যাট হাতে শেষ ছোঁয়া দেন সঞ্জু স্যামসন।

ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে কেভিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা তিন ম্যাচ জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে মোহনবাগান। অন্যদিকে ভালো শুরু করেও তৃতীয় ম্যাচে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে হেরে জয়ের হ্যাটট্রিকে বাধা পড়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তিন ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। লাল-হলুদ ব্রিগেড রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। মহামেডান স্পোর্টিংকে পাঁচ গোল দিলেও আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা রাখছেন না বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। পরবর্তী ম্যাচে প্রতিপক্ষ তাঁর প্রাক্তন দল ওড়িশা এফসি। পুরনো দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে আবেগপ্রবণ তিনি। পাশাপাশি রবসনের চোট নিয়ে জানা গেল, তিনি পুরোপুরি ফিট রয়েছেন। সোমবার ছুটি ছিল বাগান অনুশীলনে, আবারও মঙ্গলবার অনুশীলনে নামবেন দিমি-কামিন্সরা। অন্যদিকে চোট আঘাত যেন পিছু ছাড়ছে না ইস্টবেঙ্গল শিবিরের। সোমবার অনুশীলনে যোগ দিলেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লে। স্পেন থেকে হ্যামস্ট্রিং চোটের চিকিৎসা করে কলকাতায় ফিরলেন তিনি। তবে এখনই কেভিনের ম্যাচ ফিট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এদিন অনুশীলনের পুরো সময়টা সাইডলাইনেই কাটালেন তিনি। হালকা রিহ্যাব ও সাইক্লিং করলেন। লাল-হলুদ অধিনায়ক স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সউল ক্রেস্পোর চোট নিয়ে আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। সোমবারও দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন না তিনি। পুরোটাই মাঠের সাইডলাইন জুড়ে দৌড়ে কাটালেন। সম্পূর্ণ রূপে ফিট রয়েছেন নাওরেম মহেশ সিং এবং মিগুয়েল ফিগুয়েরা। এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে দুজনেরই প্রথম একাদশে শুরু করার সম্ভাবনা প্রবল।

হাওড়ার জগাছায় শুরু প্রগতি কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার গ্রামবাংলা থেকে শহরাঞ্চলে ক্রিকেটার তুলে আনতে শুরু হল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রগতি কাপ ২০২৬। শনিবার উদ্বোধন হয় আথলেড স্পোর্টস স্কুল প্রগতি কাপের। আয়োজনে বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশন। হাওড়ার জগাছা থানা জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে এই ম্যাচের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার জর্জ পাল। আথলেড স্পোর্টস স্কুলের প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী। বিশ্বজিৎ মুখার্জী সবসময়ই প্রতিভা অন্বেষণে বিভিন্ন জেলার মাঠেও ঘুরে বেড়ান। তিনিই আথলেড স্পোর্টস স্কুলের প্রধান কোচ। এছাড়াও ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি অশোক সাহা, কোষাধ্যক্ষ সুদীপ দত্ত, হাওড়া জোনের ডিস্ট্রিক্ট হেড সন্দীপ দাস ও ডাঃ বিদ্যুৎ মুখার্জী সহ অন্যান্য কর্তারা। ৭ জেলার ৫৬টি দল খেলছে এই টুর্নামেন্টে। ছেলেদের বিভাগে অনূর্ধ্ব ১৯, অনূর্ধ্ব ১৪ খেলা হচ্ছে। মেয়েদের বিভাগেও ওপেন টু অল প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ক্রিকেটের প্রতিভা তুলে আনতে বিশ্বজিৎ মুখার্জী এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

অনির্দিষ্টকালের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্ট স্থগিত কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের

কাতার, ২ মার্চ: ইরানে মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার পর কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অনির্দিষ্টকালের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্ট স্থগিত করেছে। এই আবহের মধ্যে দোহায় স্পেন ও আর্জেন্টিনার ‘ফাইনালিসিমা’ ম্যাচটি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী স্পেন এবং কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মধ্যে প্রতিযোগিতাটি ২৭ মার্চ দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, যেখানে লামাইন ইয়ামাল এবং লিওনেল মেসির মতো বড় বড় নামীদামি খেলোয়াড়দের সম্ভাব্য ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সোমবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত সকল টুর্নামেন্ট, প্রতিযোগিতা এবং ম্যাচ স্থগিত ঘোষণা করেছে, রবিবার এক বিবৃতিতে অ্যাসোসিয়েশন তা জানিয়েছে। প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরু করার নতুন তারিখগুলি যথাসময়ে অ্যাসোসিয়েশনের অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে, এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে।

আর ‘ফাইনালিসিমা’ ম্যাচটি স্থগিত রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইভেন্ট আয়োজক উয়েফা এবং কনমেবলের ওপর নির্ভর করছে। বাহরাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত তাদের সকল ম্যাচ স্থগিত করেছে, অন্যদিকে রবিবার এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ঘোষণা করেছে যে তারা এই অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটের খেলাগুলি স্থগিত করছে। চ্যালেঞ্জ লিগের খেলাগুলির সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু, যা বর্তমানে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে রয়েছে, তার ওপরও প্রভাব পড়েছে।

বিশ্বকাপে ব্যর্থতা: জরিমানার কোপে পাক ক্রিকেটাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে পৌঁছেও শেষ চার নিশ্চিত করতে পারেনি পাকিস্তান। ব্যর্থতার দায়ে দল নির্বাচন বা ক্রিকেটার বাদ পড়া, এসব তো নতুন কিছু নয়। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে খারাপ ফলের জন্য পুরো দলকে আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে হবে, এমন সিদ্ধান্ত যথেষ্ট চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এই কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে। বিশ্বকাপে আশানুরূপ ফল না-হওয়ায় অধিনায়ক সলমন আলি আঘা-সহ দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারকে পাক মুদ্রায় ৫০ লক্ষ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। ভারতীয় মুদ্রায় যার অঙ্ক প্রায় ১৬ লক্ষ টাকারও বেশি। বোর্ডের অন্দরমহলে এই সিদ্ধান্ত নাকি ভারতের বিরুদ্ধে হারের পরই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল, যদিও সেমিফাইনালের সম্ভাবনা বেঁচে থাকায় তা তখন প্রকাশ্যে আনা হয়নি। পরিসংখ্যান বলছে, গ্রুপ পর্বে চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জিতেছিল পাকিস্তান। একমাত্র হার এসেছিল ভারতের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচের আগে যে ‘বয়কট’ বিতর্ক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তা ম্যাচটিকে পাকিস্তানের কাছে কার্যত ‘সম্মানের লড়াই’য়ে পরিণত করে। কিন্তু মাঠে নামার পর চাপ সামলাতে পারেননি বাবর আজমরা। সুপার এইটে গিয়ে ভাগ্যও সহায় হয়নি; নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়, ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রায় জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়। শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারালেও নেট রান রেটের জটিল অঙ্কে পিছিয়ে পড়ে বিদায় নিতে হয়।